182. Nc. 903.6.

কাব্য-গ্রন্থ।

ষষ্ঠ ভাগ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,

সম্পাদক।

প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।
২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
মজুমদার লাইব্রেরি।

NATIONAL LIBRARY
CALCUTTA
28.JN.05

কলিকাতা—৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট,
মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।
১৩১০ সন।

কাব্য-গ্রন্থ

ষষ্ঠ ভাগের সূচী।

মরণ।

"চিরকাল একি লীলা গো"		...	..	৩
মৃত্যুদূত	...	...	...	৫
বরণ	...	...	...	৬
অবসাদ	...	..	...	৭
উপহার	...	...	...	৮
কোথায়	...	...	..	৯
শান্তি	...	...	...	১১
শূন্য গৃহে	...	...	...	১২
অজ্ঞাত বিশ্ব	...	...	...	১৫
ভয়ের দুরাশা	...	...	...	১৬
অভয়	...	...	...	১৭
মৃত্যু-মাধুরী	...	...	...	১৭
স্মৃতি	...	...	...	১৮
বিলয়	...	...	...	১৯

মৃত্যুর পরে	...	..	...	২০
সিন্ধু তরঙ্গ	...	...	...	২৫
নিষ্ঠুর সৃষ্টি	...	...	...	৩১
প্রত্যাক্ষা	...	..	...	৩২
ঝুলন	...	...	...	৪১
মরণ	...	...	...	৪৭
অনন্ত মরণ	...	..	...	৫৩
মৃত্যু-আসন	...	...	...	৫৫
প্রবাসের প্রেম (১)		...	...	৫৫
প্রবাসের প্রেম (২)				৫৬
"জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে"			...	৫৭
"মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর! আজি তার তরে"			...	৫৮
প্রতীক্ষা	...	...	...	৫৯

নৈবেদ্য।

প্রতিদিন তব গাথা	...	...	৬৩
প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী...		...	৬৫
আমার এ ঘরে আপনার করে ...		...	৬৬
নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ...		...	৬৭

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে ...	...	৬৮
যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার ...	...	৭০
সংসার যবে মন কেড়ে লয় ...	...	৭১
জীবনে আমার যত আনন্দ ...	...	৭২
কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা ...	...	৭৩
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে	...	৭৪
যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক	...	৭৫
আঁধারে আবৃত ঘন সংশয় ...	...	৭৭
অমল কমল সহজে জলের কোলে	...	৭৮
সকল গর্ব্ব দূর করি দিব ...	...	৭৯
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে ...	...	৮০
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে ...	...	৮১
অল্প লইয়া থাকি তাই মোর ...	...	৮২
তোমার পতাকা যারে দাও তারে	...	৮৩
ঘাটে বসে আছি আনমনা ...	...	৮৫
মধ্যাহ্নে নগর মাঝে পথ হতে পথে	...	৮৬
আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে	...	৮৭
মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্ম্মহীন	...	৮৮
আবার আমার হাতে বীণা দাও তুমি	...	৮৯
এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়	...	৯০

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার	...	৯১
রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জাগি	...	৯২
কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে	...	৯৩
নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়	...	৯৪
তুমি তবে এস নাথ, বস শুভক্ষণে...	...	৯৪
বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়	...	৯৫
তোমার ভুবন মাঝে ফিরি মুগ্ধসম...	...	৯৬
নির্জ্জন শয়ন মাঝে কালি রাত্রিবেলা	...	৯৭
তখন করিনি নাথ কোন আয়োজন	...	৯৮
কারে দূর নাহি কর! যত করে দান	...	৯৯
কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে	...	১০০
কোথা হতে আসিয়াছি নাহি পড়ে মনে	...	১০১
মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে...	...	১০১
প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি	...	১০২
হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন	...	১০৩
তোমার ইঙ্গিতখানি দেখিনু যখন	...	১০৪
তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে	...	১০৫
সেই ত প্রেমের গর্ব্ব ভক্তির গৌরব	...	১০৬
কত না তুষারপুঞ্জ আছে সুপ্ত হয়ে	...	১০৭
মর্ত্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু	...	১০৮

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে ... ১০৯
মাতৃ স্নেহ-বিগলিত স্তন্য-ক্ষীররস ... ১১০
এ কথা স্মরণে রাখা কেনগো কঠিন ... ১১০
তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয় ... ১১১
হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত ... ১১২
একাধারে তুমি আকাশ, তুমি নীড় ... ১১৩
তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে ... ১১৪
হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম ১১৫
দুর্দ্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে... ... ১১৬
দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল ... ১১৭
আমার এ মানসের কানন কাঙাল ... ১১৮
এ কথা মানিব আমি এক হতে দুই ... ১১৯
সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে ... ১২০

জীবন-দেবতা।

"আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে" ... ১২৫
উৎসব ১২৭
সাধনা ১২৯

আবেদন	১৩৩
উৎসব	১৩৯
জীবন-দেবতা	১৪২
অন্তর্যামী	১৪৫
চিত্রা	১৫৬
অন্তরতম	১৫৮
সমাপ্তি	১৬১

স্মরণ।

শেষ কথা	১৬৭
প্রার্থনা	১৬৮
আহ্বান	১৬৯
পরিচয়	১৭০
মিলন	১৭১
লক্ষ্মী-সরস্বতী	১৭২
কথা	১৭৩
নব পরিণয়	১৭৩
পূর্ণতা	১৭৪
সার্থকতা	১৭৫

সঞ্চয়	...	...	...	১৭৭
রচনা	...	...	...	১৭৮
সন্ধান	...	...	...	১৭৯
অশোক	...	...	...	১৮০
জীবন-লক্ষ্মী	...	...	...	১৮১
বসন্ত	...	...	...	১৮২
উৎসব	...	...	...	১৮৩
প্রেম	...	...	...	১৮৫
দ্বৈত-রহস্য	...	...	...	১৮৬
সন্ধ্যাদীপ	...	...	...	১৮৭
গোধূলি	..	...	...	১৮৭
জাগরণ	...	...	...	১৮৮
পূজা	...	...	...	১৯০
সম্ভোগ	...	...	...	১৯১

মরণ।

চিরকাল এ কি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল !
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল !
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ !
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি !
সমুখে যেমন পিছেও তেমন,
মিছে করি মোরা গোল !
চিরকাল এক(ই) লীলা গো
অনন্ত কলরোল !

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে !
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কেবা জানে !
কোথা বসে আছ একেলা !
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা !
খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে,

মোরা কেঁদে ভাবি আমারি কি ধন
কে লইল বুঝি হরে' ?
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে কথাটি কেবা জানে !
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।

এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা !
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা !
আছে ত যেমন যা' ছিল !
হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল !
বহি' সব সুখ দুখ
এ ভুবন হাসিমুখ !
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক !
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালবাসা !
এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা !

—১—

মরণ।

মৃত্যু-দূত।

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি' সে বহন
পার হয়ে এল পারে।

আজি এ রজনী তিমির-আঁধার,
ভয়-ভারাতুর হৃদয় আমার,
তবু দীপহাতে খুলি দিয়া দ্বার
নমিয়া লইব তারে।

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে!

পূজিব তাহারে যোড়কর করি
ব্যাকুল নয়ন জলে ;
পূজিব তাহারে, পরাণের ধন
সঁপিয়া চরণতলে !
আদেশ পালন করিযা তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি',
শূন্যভবনে বসি' তব পায়ে
অর্পিব আপনারে !

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে !

—o—

বরণ।

সবাই যাহারে ভালবেসেছিল
তারে তুমি কোল দিলে—
কারো ভালবাসা পায়নি যে জন
তুমি তারে পরশিলে !
ইহসংসারে ভিখারীর মত
বঞ্চিত ছিল যে জন সতত

করুণ হাতের মরণে তাহারে
বরণ করিয়া নিলে।
শিরে দিলে তাব শীতল হস্ত,
ঘুচিল সকল জ্বালা।
তাপিত বক্ষে পরালে তাহার
জীবন-জুড়ানো মালা।
রাজা মহারাজ যেথা ছিল যারা
নদী গিরি বন রবি শশী তারা,
সকলের সাথে সমান করিয়া
নিলে তাবে এ নিখিলে।

—o—

অবসাদ।

আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে
রয়েছে কাতর ঘোর।
দুখ-শয্যায় করি জাগরণ
রজনী হয়েছে ভোর।
নব ফুটন্ত ফুল-কাননের,
নব জাগ্রত শীত পবনের
সাথী হইবারে পারেনি আজিও
এ দেহ-হৃদয় মোর!

আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
কর গো আড়াল কর' ।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হতে হর' !
প্রভাত-জগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি'
করুণ আঁধারে লহ মোরে ঘিরি',
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক্
তব স্নেহবাহু-ডোর ।

—০—

উপহার ।

সে যখন বেঁচেছিল গো, তখন
যা দিয়েছে বারবার
তার প্রতিদান দিব যে এখন
সে সময় নাহি আর !
রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ, হে নাথ,
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার !
তার কাছে যত করেছিনু দোষ,
যত ঘটেছিল ত্রুটি

তোমা কাছে তারি মাগি লব ক্ষমা
চরণের তলে লুটি।
তারে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে প্রেমের হার!

—o—

কোথায়!

হায়, কোথা যাবে।
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে!

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে।
হায়, কোথা যাবে।

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।

নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালবাসা
আর নাহি পাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়;
মহা সে বিজন মাঝে হয় ত বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

দেখ, এই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল;
পুরান' সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
কত স্নেহ ভাবে,
হায়, কোথা যাবে!

খেলা ধূলা পড়ে না কি মনে,
কত কথা স্নেহের স্মরণে!
সুখে দুখে শত ফেরে সে কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে!
হায়, কোথা যাবে!

চির দিন তরে হবে পর !
এ ঘর রবে না তব ঘর !
যারা ওই কোলে যেত, তারাও পরের মত !
বারেক ফিরেও নাহি চাবে !
হায়, কোথা যাবে !

হায়, কোথা যাবে !
যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তবে মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,
আরামে ঘুমাও !
যাবে যদি, যাও !

—০—

শান্তি।

কত রাত গিয়েছিল হায়, বয়েছিল বসন্তের বায়,
পুবের জানালা খানি দিয়ে চন্দ্রালোক পড়েছিল গায় ;
কত রাত গিয়েছিল হায়, দূর হতে বেজেছিল বাঁশি,
সুরগুলি কেঁদে ফিরেছিল বিছানার কাছে কাছে আসি !
কত রাত গিয়েছিল হায়, কোলেতে শুকান' ফুলমালা
নত মুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা !

কতদিন ভোরে শুকতারা উঠেছিল ওর আঁখি পরে,
সমুখের কুসুমকাননে ফুল ফুটেছিল থরে থরে।
একটি ছেলেরে কোলে নিয়ে বলেছিল সোহাগের ভাষা,
কারেও বা ভালবেসেছিল, পেয়েছিল কারো ভালবাসা।
হেসে হেসে গলাগলি করে খেলেছিল যাহাদের নিয়ে,
আজো তারা ওই খেলা করে, ওর খেলা গিয়াছে ফুরিয়ে।
সেই রবি উঠেছে সকালে, ফুটেছে সমুখে সেই ফুল,
ও কখন্ খেলাতে খেলাতে মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল!
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখ ওরে—থাম' থাম' হেস না, কেঁদ না!

—০—

শূন্য গৃহে।

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব-হৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন!
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন!

প্রাণ যাহা চায় তাহা দাও বা না দাও,
তা' বলে' কি করুণা পাব না?

দুর্লভ ধনের তরে শিশু কাঁদে সকাতরে,
তা' বলে কি জননীর বাজে না বেদনা ?

দুর্ব্বল মানব-হিয়া বিদীর্ণ যেথায়,
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা বিষম,
জীবন নির্ভর-হারা ধূলায় লুটায়ে সারা,
সেথাও কেন গো তব কঠিন নিয়ম !

সেথাও জগত তব চিরমৌনী কেন,
নাহি দেয় আশ্বাসের সুখ !
ছিন্ন করি' অন্তরাল অসীম রহস্যজাল
কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহমুখ !

ধরণী জননী কেন বলিয়া উঠে না
—করুণ মর্ম্মর কণ্ঠস্বর—
"আমি শুধু ধূলি নই, বৎস, আমি প্রাণময়ী
জননী, তোদের লাগি অন্তর কাতর !

"নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে ;

তোমার ব্যাকুলস্বর উঠিছে আকাশ'পর,
তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে !"

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে,
কোথাও কি আছে, প্রভু, হেন বজ্রপাত ?

আছে সেই সূর্য্যালোক, নাই সেই হাসি,
আছে চাঁদ, নাই চাঁদ মুখ !
শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ,
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ !

সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরু ভূমিবৎ, --
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে ?

এ আর্ত্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চির-নীরবতা ?

সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান,
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা ?

—০—

অজ্ঞাত বিশ্ব।

জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে
অসীম প্রকৃতি! সরল বিশ্বাসভরে
তবু তোরে গৃহ বলে' মাতা বলে' মানি!
আজ সন্ধ্যাবেলা তোর নখদন্ত হানি'
প্রচণ্ড পিশাচীরূপে ছুটীয়া গর্জ্জিয়া
আপনার মাতৃবেশ শূন্যে বিসর্জ্জিয়া
কুটি কুটি ছিন্ন করি, বৈশাখের ঝড়ে
ধেয়ে এলি ভয়ঙ্করী ধূলি-পক্ষ'পরে,
তৃণসম করিবারে প্রাণ উৎপাটন!
সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ,
অনন্ত আকাশপথ রুধি' চারিধারে
কে তুমি সহস্রবাহু ঘিরেছ আমারে ?
আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি ?
কোথা মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি ?

—০—

ভয়ের দুরাশা।

জননী জননী বলে ডাকি তোরে ত্রাসে,
যদি জননীর স্নেহ মনে তোর আসে
শুনি আর্ত্তস্বর! যদি বাঘিণীর মত
অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত
মানবপুত্রেরে কর স্নেহের লেহন!
নখর লুকায়ে ফেলি' পরিপূর্ণ স্তন
যদি দাও মুখে তুলি, চিত্রাঙ্কিত বুকে
যদি ঘুমাইতে দাও মাথা রাখি সুখে!
এমনি দুরাশা! আছ তুমি লক্ষ কোটি
গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য্য গগনে প্রকটি'
হে মহামহিম! তুলি' তব বজ্রমুঠি
তুমি যদি ধর আজি বিকট ভ্রূকুটি,
আমি ক্ষীণ ক্ষুদ্র প্রাণ কোথা পড়ে আছি,
মা বলিয়া ভুলাইব তোমারে, পিশাচী!

—o—

অভয়।

আজি বর্ষশেষ দিনে, গুরু মহাশয়,
কারে দেখাইছ বসে অন্তিমের ভয়!

অনন্ত আশ্বাস আজি জাগিছে আকাশে,
অনন্ত জীবনধারা বহিছে বাতাসে,
জগৎ উঠেছে হেসে জাগরণ-সুখে,
ভয় শুধু লেগে আছে তব শুষ্ক মুখে!
দেবতা রাক্ষস নহে মেলি মৃত্যুগ্রাস;
প্রবঞ্চনা করি' তুমি দেখাইছ ত্রাস।
বরঞ্চ ঈশ্বরে ভুলি স্বল্প তাহে ক্ষতি,
ভয় ঘোর অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি।
তিনি নিজে মৃত্যুকথা ভুলায়ে ভুলায়ে
রেখেছেন আমাদের সংসার-কুলায়ে।
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের?
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

—০—

মৃত্যু-মাধুরী।

পরাণ ক'হিছে ধীরে—হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর, এ কি তব অন্তঃপুর?
আজি মোর মনে হয় এ শ্যামলা ভূমি
বিস্তীর্ণ কোমল শয্যা পাতিয়াছ তুমি।
জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
এই শান্তি, এ লাবণ্য, সকলি তোমার!

মনে হয়, যেন তব মিলনবিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্বভুবনে!
প্রশান্ত করুণ চক্ষে, প্রসন্ন অধরে
তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব্ব চরাচরে!
প্রথম মিলনভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাটমূর্ত্তি নিরখি মধুর।
সর্ব্বত্র বিবাহবাঁশি উঠিতেছে বাজি,
সর্ব্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি!

—০—

স্মৃতি।

সে ছিল আরেক দিন এই তরীপরে,
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে;
ছিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষ্মচ্ছায়
সজল মেঘের মত ভরা করুণায়।
কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে,
উচ্ছ্বসি উঠিত হাসি সরল কৌতুকে;
পাশে বসি বলে যেত কলকণ্ঠকথা,
কত কি কাহিনী তার কত আকুলতা।
প্রত্যূষে আনন্দভরে হাসিয়া হাসিয়া
প্রভাত পাখীর মত জাগাত আসিয়া।

স্নেহের দৌরাত্ম্য তার নির্ঝরের প্রায়
আমারে ফেলিত ঘেরি বিচিত্র লীলায়!
আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্ খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়ানে!

—o—

বিলয়।

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।
বৃষ্টিধৌত প্রভাতের আলোক-হিল্লোলে
অশ্রুমাখা হাসি তার বিকাশিযা তোলে।
তার সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরিছে আমারে।
বরষার নদীপরে ছলছল আলো,
দূরতীরে কাননের ছায়া কালো কালো,
দিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি
তারি মুখখানি যেন শতরূপ সাজি।
আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি
"আজি প্রাতে সব পাখী উঠিয়াছে গাহি—
শুধু মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাত বায়ে
অনন্ত জগৎমাঝে গিয়াছে হারায়ে।"

মৃত্যুর পরে ।

আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে !
রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্ তরঙ্গিত দুঃখ সুখ থামিয়াছে বুকে !
যত কিছু ভালমন্দ, যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিছু আর নাই !
বল শান্তি, বল শান্তি, দেহসাথে সব ক্লান্তি হয়ে যাক্ ছাই !

গুঞ্জরি' করুণ তান ধীরে ধীরে কর গান বসিয়া শিয়রে !
যদি কোথা থাকে লেশ জীবন-স্বপ্নের শেষ তাও যাক্ মরে !
তুলিয়া অঞ্চলখানি মুখপরে দাও টানি, ঢেকে দাও দেহ !
করুণ মরণ যথা ঢাকিয়াছে সব ব্যথা, সকল সন্দেহ !

বিশ্বের আলোক যত দিগ্বিদিকে অবিরত যাইতেছে বয়ে',
শুধু ওই আঁখি পরে নামে তাহা স্নেহভরে অন্ধকার হয়ে।
জগতের তন্ত্রীরাজি দিনে উচ্চে উঠে বাজি রাত্রে চুপে চুপে,
সে শব্দ তাহার পরে চুম্বনের মত পড়ে নীরবতা রূপে !

মিছে আনিয়াছ আজি বসন্ত কুসুমরাজি দিতে উপহার !
নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বৃথা শোকে নয়নাশ্রুধার !
ছিলে যারা রোষভরে বৃথা এত দিন পরে করিছ মার্জ্জনা !
অসীম নিস্তব্ধ দেশে চিররাত্রি পেয়েছে সে অনন্ত সান্ত্বনা !

গিয়াছে কি আছে বসে, জাগিল কি ঘুমাল সে কে দিবে উত্তর ?
পৃথিবীব শ্রান্তি তারে ত্যজিল কি একেবারে, জীবনের জ্বর ?
এখনি কি দুঃখ সুখে কর্ম্মপথ অভিমুখে চলেছে আবার ?
অস্তিত্বের চক্রতলে একবাব বাঁধা পলে পায় কি নিস্তার ?

বসিযা আপন দ্বারে ভালমন্দ বল তাবে যাহা ইচ্ছা তাই !
অনন্ত জনমমাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে, সে আর সে নাই !
আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুখে সুখে আসিবে না ফিরে,
তবে তার কথা থাক্ যে গেছে সে চলে যাক্ বিস্মৃতির তীরে।

জানিনা কিসের তরে যে যাহার কাজ কবে সংসাবে আসিযা,
ভাল মন্দ শেষ করি যায জীর্ণ জন্মতরী কোথায় ভাসিয়া।
দিয়ে যায় যত যাহা রাখ তাহা ফেল তাহা যা ইচ্ছা তোমার।
সে ত নহে বেচা-কেনা, ফিবিবে না, ফেবাবে না জন্ম-উপহার !

কেন এই আনাগোনা, কেন মিছে দেখাশোনা দুদিনের তবে ;
কেন বুকভরা আশা, কেন এত ভালবাসা অন্তরে অন্তরে ;
আয়ু যার এতটুক্, এত দুঃখ এত সুখ কেন তার মাঝে ;
অকস্মাৎ এ সংসারে কে বাঁধিযা দিল তারে শত লক্ষ কাজে ;

হেথায় যে অসম্পূর্ণ, সহস্র আঘাতে চূর্ণ বিদীর্ণ বিকৃত
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার জীবিত কি মৃত,
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থ পূর্ণ করি;

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময় অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব্ব নূতনরূপে হয় সে সফল,
চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে সে হয়ত আপনাতে পেয়েছে উত্তর!

সে হয়ত দেখিয়াছে পড়ে যাহা ছিল পাছে আজি তাহা আগে;
ছোট যাহা চিরদিন ছিল অন্ধকারে লীন, বড় হয়ে জাগে;
যেথায় ঘৃণার সাথে মানুষ আপন হাতে লেপিয়াছে কালী
নূতন নিয়মে সেথা জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বলতা কে দিয়াছে জ্বালি।

কত শিক্ষা পৃথিবীর খসে পড়ে জীর্ণচীর জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয় নিমেষেতে দগ্ধ হয় চিতা-হুতাশনে;
সকল অভ্যাস-ছাড়া সর্ব্ব আবরণ-হারা সদ্যশিশুসম
নগ্নমূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের সম্মুখে প্রণম’!

আপন মনের মত সঙ্কীর্ণ বিচার যত রেখে দাও আজ!
ভুলে যাও কিছুক্ষণ প্রত্যহের আয়োজন, সংসারের কাজ!
আজি ক্ষণেকের তরে বসি বাতায়নপরে বাহিরেতে চাহ!
অসীম আকাশ হতে বহিয়া আসুক্ স্রোতে বৃহৎ প্রবাহ!

উঠিছে ঝিল্লির গান, তরুর মর্ম্মর তান, নদীকলস্বর,
প্রহরের আনাগোনা যেন রাত্রে যায় শোনা আকাশের পর!
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্তস্বরে সঙ্গীত উদার
সে নিত্য-গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে জীবন তাহার!

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ তারে সর্ব্বদৃশ্যে বৃহৎ করিয়া;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখ তারে দূরে থুয়ে সম্মুখে ধরিয়া!
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে মাপিয়ো না তারে
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ, ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ সংসারের পারে!

আজ বাদে কাল যাবে ভুলে যাবে একেবারে পরের মতন
তারে লয়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন, এত আলাপন।
যে বিশ্ব কোলের পরে চির দিবসের তরে তুলে নিল তারে
তার মুখে শব্দ নাহি, প্রশান্ত সে আছে চাহি ঢাকি আপনারে!

বৃথা তারে প্রশ্ন করি, বৃথা তার পায়ে ধরি, বৃথা মরি কেঁদে;—
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে কোন্ অঞ্চলের তলে নিয়েছে সে বেঁধে ;
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে ফিরে নিতে চাহি মিছে ; সে কি আমাদের ?
পলেক বিচ্ছেদে হায় তখনি ত বুঝা যায় সে যে অনন্তের !

চক্ষের আড়ালে তাই কত ভয় সংখ্যা নাই, সহস্র ভাবনা !
মুহূর্ত্ত মিলন হলে টেনে নিই বুকে কোলে, অতৃপ্ত কামনা।
পার্শ্বে বসে ধরি মুঠি, শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি, চাহি চারিভিতে
অনন্তের ধনটিরে আপনার বুক চিরে চাহি লুকাইতে !

হায়রে নির্ব্বোধ নর কোথা তোর আছে ঘর কোথা তোর স্থান !
শুধু তোর ওইটুকু অতিশয় ক্ষুদ্র বুক ভয়ে কম্পমান !
ঊর্দ্ধে ওই দেখ চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে অনন্তের দেশ,
সে যখন একধারে লুকায়ে রাখিবে তারে পাবি কি উদ্দেশ ?

যা হবার তাই হোক্, ঘুচে যাক্ সর্ব্বশোক, সর্ব্ব মরীচিকা !
নিবে যাক্ চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ মর্ত্ত্য জন্ম-শিখা !
সব তর্ক হোক্ শেষ, সব রাগ সব দ্বেষ, সকল বালাই !
বল শান্তি বল শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি পুড়ে হোক্ ছাই !

—০—

সিন্ধু-তরঙ্গ।

(পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে)

দোলেরে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র কোলে
উৎসব ভীষণ!
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দ্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি', হা হা করে ফেণরাশি
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।

হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে, ক্রন্দনে,
রোষে, ত্রাসে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে,
উন্মাদ গর্জ্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে' যায় টুটে
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে' আপনার কূল,

যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকী করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি, আছাড়ি লাঙ্গুল।
যেন রে তরল নিশি টলমলি দশদিশি
উঠেছে নাড়িয়া,—
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্ত্তন!
সহস্র জীবনে বেঁচে' ওই কি উঠেছে নেচে'
প্রকাণ্ড মরণ?
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবন-স্নায়ু টানিছে হতাশে,
দিগ্বিদিক্ নাহি জানে, বাধা বিঘ্ন নাহি মানে
ছুটেছে প্রলয়পানে আপনারি ত্রাসে।
হের, মাঝখানে তারি আটশত নরনারী
বাহু বাঁধি' বুকে,
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ, চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে, রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে
"দাও, দাও, দাও!"

সিন্ধু ফেনোচ্ছল-ছলে কোটি ঊর্দ্ধকরে বলে
"দাও, দাও, দাও!"
বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে' ফেনায়ে' ফোঁসে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে' উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে'!
অধঊর্দ্ধ এক হয়ে' ক্ষুদ্র এ খেলেনা লয়ে'
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে ভগবান্,
হায় ভগবান্!
দয়া কর', দয়া কর', উঠিছে কাতর স্বর,
রাখ' রাখ' প্রাণ!
কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ,
কোথা আপনার ধন ধরণীব কোল!
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার!
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল!
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার;
সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার।

উঠিছে আকাশপরে দিক্ হতে দিগন্তরে
কার্ অট্টহাস!
নাই তুমি, ভগবান্, নাই দয়া, নাই প্রাণ,
জড়ের বিলাস!
ভয় দেখে' ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায়;
নিদারুণ হায় হায় থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন্ জীবন ছিল
কখন্ জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেন রে একই ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ-আলো,
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো!

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথা-ভরা স্নেহময
মানবের মন!
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে!
মধুর রবির করে কত ভালবাসাভরে
কত দিন খেলা করে কত সুখে দুখে!

কেন করে টল্‌মল		দুটি ছোট অশ্রুজল,
সকরুণ আশা !
দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালবাসা !

এমন জড়ের কোলে		কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব !
সব সুখ সব আশ		কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব !
ওই যে জন্মের তরে		জননী ঝাঁপিয়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষপরে সন্তান আপন !
মরণের মুখে ধায়,		সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন !
আকাশেতে পারাবারে		দাঁড়ায়েছে এক ধারে
একধারে নারী,
দুর্ব্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি ?

এ বল কোথায় পেলে !		আপন কোলের ছেলে
এত করে' টানে !
এ নিষ্ঠুর জড়-স্রোতে		প্রেম এল কোথা হতে
মা[illegible] প্রাণ !

নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে
অপূর্ব্ব অমৃতপানে অনন্ত নবীন
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনোখান্
তিলেক পেয়েছে স্থান সে কি মাতৃহীন ?
এ প্রলয়-মাঝখানে অবলা জননীপ্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী,
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী ?

পাশাপাশি একঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা আশা একত্র বেঁধেছে বাসা
এক সাথে রয়।
কেবা সত্য, কেবা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে,
প্রেম এসে কোলে টানে দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূত-খেলা অনিবার
ভাঙা-গড়াময় ?
চিরদিন অন্তহীন জয় পরাজয় ?

—৫—

নিষ্ঠুর সৃষ্টি।

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে, এই উঠে, এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।

মনে হয়, যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক;
অজ্ঞাত শিখর হতে সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে' আসে সূর্য্য চন্দ্র, ধেয়ে' আসে লক্ষ কোটী লোক।

কোথায় পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি,
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত্ত আবিল,
সৃজনে প্রলয়ে মিশি' আক্রমিছে দশদিশি,
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি,'
অর্দ্ধ পলকের তরে কোথাও দাঁড়াতে নাহি ঠাঁই।
এই ডুবি, এই উঠি, ঘুরে' ঘুরে' পড়ি লুটি,'
এই যারা কাছে আসে, এই তারা কাছাকাছি নাই।

সৃষ্টি-স্রোত-কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার!
আপন গর্জ্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির।
শত কোটি হাহাকার কলধ্বনি রচে তার,
পিছু ফিরে চাহিবার কা'ল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানব হৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে?
যার লাগি সদা ভয়, পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে?

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানব শিশু রচিতেছে প্রলাপ জল্পনা?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি যেমন ঊষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহক কল্পনা।

—০—

প্রতীক্ষা।

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস্ বাসা,
যেখানে নির্জ্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ ভালবাসা,

গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ সুখ,
মর্ম্মের বেদনা,
চির দিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আঁকা
বাসনা সাধনা,
যেখানে নন্দন ছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা
অন্তরের ধন,
স্নেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহস্মৃতি,
আনন্দ-কিরণ,
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের
গীতিময়ী ভাষা,—
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে
বেঁধেছিস্ বাসা!

নিশিদিন নিরন্তর জগৎ জুড়িয়া খেলা
জীবন-চঞ্চল!
চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অশ্রান্তগতি
যত পান্থদল,
রৌদ্রপাণ্ডু নীলাম্বরে পাখীগুলি উড়ে যায়
প্রাণপূর্ণ বেগে,

সমীরকম্পিত বনে নিশিশেষে নব নব
পুষ্প উঠে জেগে ;
চারিদিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা
প্রভাতে সন্ধ্যায় ;
দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের
নূতন অধ্যায় ;
তুমি শুধু এক প্রান্তে বসে আছ অহর্নিশি
স্তব্ধ নেত্র খুলি',—
মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া
বক্ষ উঠে দুলি' !

যে সুদূর সমুদ্রের পরপার রাজ্য হতে
আসিয়াছি হেথা,
এনেছ কি সেথাকার নূতন সংবাদ কিছু
গোপন বারতা !
সেথা শব্দহীন তীরে ঊর্ম্মিগুলি তালে তালে
মহামন্দ্রে বাজে,
সেই ধ্বনি কি করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর
ক্ষুদ্র বক্ষ মাঝে !

রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্‌ হৃদয়পঞ্জর-তটে
অনন্তের ঢেউ
অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে
শুনিছে না কেউ!
আমার এ হৃদয়ের ছোটখাট গীতগুলি,
স্নেহ-কলরব,
তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের
সঙ্গীত ভৈরব!

তুই কি বাসিস্‌ ভাল আমার এ বক্ষবাসী
পরাণ-পক্ষীরে?
তাই এর পাশে এসে কাছে বসেছিস্‌ ঘেঁষে
অতি ধীরে ধীরে!
দিনরাত্রি নির্নিমেষে চাহিয়া নেত্রের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে
রুদ্র আরাধনা!
চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়
স্থির নাহি থাকে,

মেলি নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চলে যায়
নব নব শাখে ;
তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে
বসি নিরলস।
ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হয়ে যাবে,
মানিবে সে বশ !

তখন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি
কোন্ শূন্যপথে !
অচৈতন্য প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে
অন্ধকার রথে !
যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চির-কুমারী,—
আলোক পরশ
একটি রোমাঞ্চ-রেখা আঁকেনি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ ;
সৃজনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈববশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে ;

সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধন-বিহীন,
কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন!
ক্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড়খানি
তৃণে পত্রে গাঁথা,
এ আনন্দ-সূর্য্যালোক, এই স্নেহ, এই গেহ,
এই পুষ্পপাতা?
ক্রমে সে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে
আত্মীয় স্বজন?
অন্ধকার বাসরেতে হবে কি দুজনে মিলি
মৌন আলাপন?
তোর স্নিগ্ধ সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেমমূর্ত্তি,
অসীম নির্ভর,
নির্ণিমেষ নীলনেত্র, বিশ্বব্যাপ্ত জটাজূট,
নির্ব্বাক্ অধর;
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হ'বে,
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি র'বে?

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক্ কিছুকাল
ভুবন-মাঝারে!
এরি মাঝে বধূবেশে অনন্ত বাসর দেশে
লইযো না তারে।
এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন
সন্ধ্যায় প্রভাতে,
নিজের বক্ষের তাপে আতপ্ত কোমল নীড়ে
সুপ্ত আছে রাতে;
পান্থ-পাখীদের সাথে এখনো যে যেতে হবে
নব নব দেশে,
সিন্ধুতীরে কুঞ্জবনে নব নব বসন্তের
আনন্দ-উদ্দেশে,
ওগো মৃত্যু কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে
বসেছিস্ এসে?
তার সব ভালবাসা আঁধার করিতে চাস্
তুই ভালবেসে?

এ যদি সত্যই হয মৃত্তিকার পৃথ্বীপরে
মুহূর্ত্তের খেলা.

এই সব মুখোমুখী এই সব দেখাশোনা
ক্ষণিকের মেলা,
প্রাণপণ ভালবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে, তার পরে দণ্ড দুই
অরণ্যে ক্রন্দন,
তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহা পরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম,
তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়োনা ভেঙে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আমার দু'দিন হতে
করিয়ো না চুরী।

একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতি শঙ্খ
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে, উঠিবে ঝিল্লির ধ্বনি
অরণ্য গভীরে,

সমাপ্ত হইবে কর্ম্ম, সংসার-সংগ্রামশেষে
জয় পরাজয়,
আসিবে তন্দ্রার ঘোর পান্থের নয়ন'পরে
ক্লান্ত অতিশয়,
দিনান্তের শেষ আলো দিগন্তে মিলায়ে যাবে,
ধরণী আঁধার,
সুদূরে জ্বলিবে শুধু অনন্তের যাত্রাপথে
প্রদীপ তারার,
শিয়রে শয়ন-শেষে বসি যারা অনিমেষে
তাহাদেব চোখে
আসিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন যামিনীতে
স্তিমিত আলোকে,—

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে
সখাতে সখীতে,
তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে
অর্দ্ধ রজনীতে,
উচ্ছসিত সমীরণ আনিবে সুগন্ধ বহি'
অদৃশ্য ফুলের,

অন্ধকার পূর্ণ করি আসিবে তরঙ্গধ্বনি
অজ্ঞাত কূলের,
ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জ্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরাণ-বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে
ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।

—০—

ঝুলন।

আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
মরণ খেলা
নিশীথ বেলা।
সঘন বরষা গগন আঁধার
হের বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে
ভাসাই ভেলা,

বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন
   করিয়া হেলা,
   রাত্রি বেলা!

ওগো   পবনে গগনে সাগরে আজিকে
   কি কল্লোল!
   দে দোল্ দোল্!
পশ্চাৎ হতে হাহা ক'রে হাসি'
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি'
যেন এ লক্ষ যক্ষ শিশুর
   অট্ট রোল!
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে
   হট্ট গোল!
   দে দোল্ দোল্!

আজি   জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার
   বসিয়া আছে
   বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,

নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে
হৃদয় নাচে,
ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।

হায়, এতকাল আমি রেখেছিনু তারে
যতন ভরে
শয়ন পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর-শয়ন করেছি রচন
কুসুম থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে
যতনভরে!

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়ন পাতে
স্নেহের সাথে।

শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে
কত প্রিয়নাম মৃদু মধুভাষে,
গুঞ্জর তান করিয়াছি গান
জ্যোৎস্না রাতে,
যা কিছু মধুর দিয়েছিনু তার
দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে!

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরাণ
আলসরসে,
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশি দিবসে;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশ বশে।

ঢালি' মধুরে মধুর বধূরে আমার

হারাই বুঝি,
পাইনে খুঁজি।
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে,
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম
হয়েছে পুঁজি!
অতল স্বপ্ন-সাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি।

তাই　ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রি বেলা!
মরণ-দোলায় ধরি বসিগাছি
বসিব দুজনে বড় কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা!

দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্!
এ মহাসাগরে তুফান তোল্!
বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল!
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয় রোল!
বক্ষ-শোণিতে উঠেছে আবার
কি হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কি কল্লোল!

উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ু-চঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত বোল!
দে দোল্ দোল্!
আয় রে ঝঞ্ঝা, পরাণ বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-

বসন খোল্!
দে দোল্ দোল্!
প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল!
দে দোল্ দোল্!
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগোল!
দে দোল্ দোল্!

—০—

মরণ।

অত চুপিচুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ?
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্তবৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,

তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ !
আমি বুঝি না যে কি যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ !
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে ?
কাণে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে ?
শেষে পসারিয়া তব হিমকোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ ?
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !

তাব সমাবোহভাব কিছু নেই
নেই কোন মঙ্গলাচবণ ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া কবি বাঁধা হবে না ?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ব'বে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না বাঙাববণ ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধবাতল
ওগো মবণ, হে মোব মবণ ?

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মবণ, হে মোব মবণ।
তাঁব কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকবণ।
তাঁর লটপট কবে বাঘছাল,
তাঁব বৃষ বহি রহি গবজে,
তাঁব বেষ্টন কবি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।

তাঁর   ববম্ববম্ বাজে গাল
  দোলে   গলায় কপালাভরণ,
তাঁর   বিষাণে ফুকারি উঠে তান
  ওগো   মরণ, হে মোর মরণ !

শুনি   শ্মশানবাসীর কলকল
  ওগো   মরণ, হে মোর মরণ !
সুখে   গৌরীর আঁখি ছলছল
  তাঁর   কাঁপিছে নিচোলাবরণ !
তাঁর   বাম আঁখি ফুরে থরথর
  তাঁর   হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর   পুলকিত তনু জরজর
  তাঁর   মন আপনারে ভুলিছে !
তাঁর   মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
  ক্ষ্যাপা   বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর   পিতা মনে মানে পরমাদ
  ওগো   মরণ, হে মোর মরণ !

তুমি   চুরি করি কেন এস চোর
  ওগো   মরণ, হে মোর মরণ !

শুধু নীরবে কখন্ নিশি ভোর,
শুধু অশ্রু-নিঝর-ঝরণ!
তুমি উৎসব কর সারারাত
তব বিজয়শঙ্খ বাজায়ে!
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে!
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্পাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,—
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ,
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে,—

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ!
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

—o—

অনন্ত মরণ।

কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে ল'য়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে গগনে,
অঞ্জলি ভরিয়া বিশ্ব মৃত্যু-উপহার,
ঢালিতেছে কাহার চরণে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ!

যতটুকু বর্ত্তমান, তারেই কি বল প্রাণ?
সে ত শুধু পলক নিমেষ!
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে র'য়েছে তার,
কোথাও নাহিক তার শেষ!
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ ম'রে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি,
জানিনে মরণ কারে বলে!
তাই আমি ভাবি ব'সে, (হাসি আপনার মনে)
মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কাঁদি?
জীবন ত মৃত্যুর সমাধি!

হে মৃত্যু করুণাময় তোমারি হউক্ জয়
অন্তহীন এ বিশ্বজগৎ—
তুমি চল আগে আগে মোরা যাই পিছে পিছে
নহিলে কে খুঁজে পাবে পথ!
আমরা খেলায় ভুলে বসি পথতরুমূলে,
উঠে যেতে মন নাহি সরে,
তুমি হেসে কাছে এসে ঢাকিয়া অঞ্চলশেষে
তুলে নিয়ে যাও কোলে করে।
হাসি কাঁদি ভয় করি কেঁপে মরি থরথরি
অসীমের কথা কেবা জানে!
আমাদের যাহা ভালো, যেথা গতি যেথা আলো
তুমি নিযে যাও সেইখানে।
যেতে যেতে মহা পথে তুচ্ছ করি একধারে
ফেলিয়ো না শিলাখণ্ডসম;
পলে পলে তিলে তিলে সীমাহীন এ নিখিলে
ব্যাপ্ত করি দাও প্রাণ মম।
অণুমাত্র জীব আমি কণামাত্র ঠাঁই ছেড়ে
যেতে চাই চরাচরময়
এ আশা হৃদয়ে জাগে তোমারি আশ্বাসবলে
মরণ, তোমার হোক্ জয়।

মৃত্যু-আসন।

ক্রমে ম্লান হয়ে আসে নয়নের জ্যোতি
নয়ন তারায়; বিপুলা এ বসুমতী
ধীরে মিলাইয়া আসে ছায়ার মতন
লয়ে তার সিন্ধু শৈল কান্তার কানন,
বিচিত্র এ বিশ্বগান ক্ষীণ হয়ে বাজে
ইন্দ্রিয়বীণার সূক্ষ্ম শততন্ত্রীমাঝে;
বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি
ধীরে ধীরে মৃদু হস্তে লও তুমি টানি'
সর্ব্বাঙ্গ হৃদয় হতে; দীপ্ত দীপাবলী
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ছিল যা উজ্জ্বলি'
দাও নিবাইয়া; তার পরে অর্দ্ধরাতে
যে নির্ম্মল মৃত্যুশয্যা পাত নিজ হাতে
সে বিশ্বভুবনহীন নিঃশব্দ আসনে
একা তুমি বস আসি পরম নির্জ্জনে!

—o—

প্রবাসের প্রেম।

১

সেত সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মত এই ভবে

বিনা কোন পরিচয়, রিক্ত শূন্যহাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল ল'য়ে সাথে!
আজ সেথা কি করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হ'তে টানি লয় যত মোর গীতি!
এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্পস্থান
নিয়েছ, ভুবননাথ। সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ। পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পূজাশেষে
লবে সবে তোমা সাথে মোরে ভালবেসে
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে।
যে প্রবাসে রাখ সেথা প্রেমে রাখ বেঁধে।

২

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে, প্রেম আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হ'য়ে নব নব রসে

বাহিরে আসিবে ছুটি,—অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে',
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য্য সংসারের মহা নিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্দ্ধরাত্রে মহাবণ্যে মুকুলের মত?
তবু ত প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি' নিরখিনু ধরা
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে দুঃখে খচিত সংসার,
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার

নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম!
রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী মূরতি!

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর! আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে!
সংসারে বিদায় দিতে আঁখি ছলছলি'
জীবন আঁকড়ি' ধরি আপনার বলি'
দুই ভুজে।
ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে? মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মত! জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভালবাসিব নিশ্চয়!
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে!

প্রতীক্ষা।

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি' দ্বার,
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি' প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি' ল'বে মোরে রথে।
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হ'তে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে!

ততকাল আমি একা বসি' র'ব, খুলি' দ্বার,
কাজ করি' ল'ব শেষ।
দিন হ'বে যবে আরেক অতিথি আসিবার
পাবে না সে বাধালেশ!
পূজা-আয়োজন সব সারা হ'বে একদিন,
প্রস্তুত হ'য়ে র'ব,
নীরবে বাড়ায়ে বাহু-দুটি সেই গৃহহীন
অতিথিরে বরি' ল'ব!

যে জন আজিকে ছেড়ে' চলে' গেল খুলি' দ্বার,
সেই ব'লে গেল ডাকি',

মোছ আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি!
সেই ব'লে গেল, গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি',
নবগৃহমাঝে বহি' এনো, তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি!

নৈবেদ্য।

প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর,
তুমি মোরে দাও কথা,
তুমি মোরে দাও সুর !
তুমি যদি থাক মনে
বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ
তব প্রেমে পরিপুর !
প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর !

তুমি যদি শোন গান
আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান
তোমার উদার আঁখি,
তুমি যদি দুখপরে
রাখ হাত স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে
দম্ভ করহ দূর—
প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর !

—০—

নৈবেদ্য।

১

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
করি যোড়কব হে ভুবনেশ্বব
দাঁড়াব তোমাবি সম্মুখে ।

তোমার অপাব আকাশেব তলে
বিজনে বিবলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নেব জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !

তোমাব বিচিত্র এ ভব সংসারে
কর্ম্ম-পারাবার-পারে হে,
নিখিল জগত-জনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !

তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে
ওগো রাজরাজ একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!

২

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো!
সব দুখশোক সার্থক হোক্
লভিয়া তোমারি আলো!

কোণে কোণে যত লুকান আঁধার
মরুক্ ধন্য হয়ে
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া
প্রিয়জনে বাসি ভালো!
আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো!

পরশ-মণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার জ্যোতি,

সোনা করে নিক্ পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো!

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো!

আমি যত দীপ জ্বালি, শুধু তার
জ্বালা আর শুধু কালী,
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো!

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো!

৩

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে
ও গো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী!

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে,
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে,

মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী,
ওগো অন্তরযামী !

দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে
ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে
কর্ম্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমার সনে।

সন্ধ্যাবেলায় ভাবি বসে ঘরে
তোমার নিশীথ-বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী !

৪

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো !
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো !

তব নন্দন-গন্ধমোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো!

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত-ছন্দে!
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো!

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!

৫

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এস মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু !

যদি কোন দিন এ বীণার তারে
তব প্রিয়নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে তুমি ক্ষণেক দাঁড়ায়ো
ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু !

তব আহ্বানে যদি কভু মোর
নাহি ভেঙে যায় সুপ্তির ঘোর
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমায়,
ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু !

যদি কোন দিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু !

৬

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়
গাহি বসে তব গান !
অন্তরযামী ক্ষম সে আমার
শূন্যমনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন
ভক্তিবিহীন তান,
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ !

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে !
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান,

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ !

৭

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবসরাত
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবননাথ।

যে দিন তোমার জগৎ নিরখি
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি',
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে
তোমারি নয়নপাত।
সব আনন্দ মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ !

বার বার তুমি আপনার হাতে
স্বাদে গন্ধে ও গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর-মাঝখানে।

পিতা মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি
তুমি আছ মোর সাথ !
সব আনন্দ মাঝারে তোমারে
স্মরিব জীবননাথ !

৮

কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে,
পরাণে তোমায় ধরিয়া রাখিব
সেই মত সাধনে !

কাঁপায়ে আমার হৃদয়ের সীমা
বাজিবে তোমার অসীম মহিমা,
চিরবিচিত্র আনন্দরূপে
ধরা দিবে জীবনে,
কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে !

আমার তুচ্ছ দিনের কর্ম্মে
তুমি দিবে গরিমা,
আমার তনুর অণুতে অণুতে
রবে তব প্রতিমা।
সকল প্রেমের স্নেহের মাঝারে
আসন সঁপিব হৃদয়-রাজারে,
অসীম তোমার ভুবনে রহিয়া
রবে মম ভবনে,
কাব্যের কথা বাঁধা রহে যথা
ছন্দের বাঁধনে!

৯

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।

নিশ্বাসে মোর নিমেষের পাতে,
চেতনা বেদনা ভাবনা আঘাতে,
কে দেয় সর্ব্বশরীরে ও মনে
তব সংবাদ আনি!

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি!

তব রাজত্ব লোক হতে লোকে,
সে বারতা আমি পেয়েছি পলকে
হৃদিমাঝে যবে হেরেছি তোমাব
বিশ্বের রাজধানী।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি!

আপনার চিতে নিবিড় নিভৃতে
যেথায় তোমারে পেয়েছি জানিতে
সেথায় সকলি স্থির নির্ব্বাক
ভাষা পরাস্ত মানি।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমাবে
কেমনে কিছু না জানি!

১০

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্,
তারা ত পাবে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে!

যারা কথা বলে তাহারা বলুক্,
আমি কাহারেও করি না বিমুখ.
তারা নাহি জানে ভরা আছে প্রাণ
তব অকথিত বাণীতে!

নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার
নীরব হৃদয়খানিতে!
তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু,
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমাপানে রবে টানিতে।
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে।

সবার সহিতে তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গে পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে!
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে।

১১

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তাবি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।

বাক্যেব ঝড়, তর্কেব ধূলি,
অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে
নাহি তার কোন ত্রাস।

সংসাবপথে শত সঙ্কট
ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ে
তারি মাঝখানে অচলা শান্তি
অমব তরুচ্ছায়ে।

নিন্দা ও ক্ষতি মৃত্যু বিরহ
কত বিষবাণ উড়ে অহরহ
স্থির যোগাসনে চির আনন্দ
তাহার নাহিক নাশ॥

১২

অমল কমল সহজে জলের কোলে
আনন্দে রহে ফুটিয়া ;
ফিরিতে না হয় আলয় কোথায় বলে'
ধূলায় ধূলায় লুটিয়া !
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে রব নিমগ্ন চিত,
পূজা-শতদল আপনি সে বিকশিত
সব সংশয় টুটিয়া !

কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু,
শুধাব না কোন পথিকে
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু
যখন ফিরিব যেদিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশ-গেহে
তব আনন্দপ্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে
বক্ষে আসিবে ছুটিয়া।

১৩

সকল গর্ব্ব দূর কবি দিব,
তোমাব গর্ব্ব ছাড়িব না!
সবাবে ডাকিয়া কহিব, যে দিন
পাব তব পদ-রেণুকণা!

তব আহ্বান আসিবে যথন
সে কথা কেমনে করিব গোপন?
সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে
প্রকাশিবে তব আবাধনা।

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব,
তোমাব গর্ব্ব ছাড়িব না!

যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে
সে দিন সকলি যাবে দূরে।
শুধু তব মান দেহে মনে মোব
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সেও দেখে যাবে
তোমাব বারতা মোব মুখভাবে,
ভবসংসার-বাতায়নতলে
বসে রব যবে আনমনা!

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।

১৪

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে
আপনার পানে চাই।

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি
নিশি দিন কাঁদি তাই।

অন্তর-গ্লানি, সংসার-ভার
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,

তোমার স্বরূপ জীবনের মাঝে
রাখিবারে যদি পাই।

১৫

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন তুই যোড় কর করি
কর্ তাহা দরশন!

মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি,
বহিয়া যেতেছে অমৃত লহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া, লহ রে
শুভাশিষ বরিষণ!

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ!

ওই যে আলোক পড়েছে তাঁহার
উদার ললাটদেশে
সেথা হতে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক্ মাথায় এসে!

চারি দিকে তাঁর শান্তিসাগর
স্থির হয়ে আছে ভরি চরাচর,
ক্ষণকালতরে দাঁড়াওরে তীরে
শান্ত কররে মন!

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ!

১৬

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোব
যাহা যায় তাহা যায়!
কণাটুকু যদি হারায় তা' লয়ে
প্রাণ করে হায় হায়!

নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়!

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়!

যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়!
তোমাতে রয়েছে কত শশিভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু,
আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে না কি তব পায়?

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়!

১৭

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি!
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি!
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখের ত্রাণ,

তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি!
দুখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি!

যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে,—
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল-জঞ্জালগুলিতে!
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমা পানে মোরে,
ধূলায় রাখিয়ো, পবিত্র করে'
তোমার চরণ ধূলিতে!
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসার তলে,
তোমারে দিয়োনা ভুলিতে!

যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে!
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল-শ্রান্তি-হরণে!

দুর্গম-পথ এ ভব-গহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহদহন,
জীবনে মরণ করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে !
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়
নিখিল-শরণ-চরণে !

১৮

ঘাটে বসে আছি আন-মনা,
যেতেছে বহিয়া সুসময় !
এ বাতাসে তরী ভাসাব না
তোমা পানে যদি নাহি বয় !
দিন যায় ও গো দিন যায়,
দিনমণি যায় অস্তে !
নাহি হেরি বাট, দূরতীরে মাঠ
ধূসর গোধূলি-ধূলিময় !

ঘরের ঠিকানা হলনা গো !
মন করে তবু যাই যাই !

ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো
সে দিকের পথ চিনি নাই!
এতদিন তরী বাহিলাম,
বাহিলাম তরী যে পথে
শতবার তরী ডুবু ডুবু করি'
সে পথে ভরসা নাহি পাই!

তীর সাথে হের শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান!
রসি খুলে দেবে কবে মোরে
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ!
কোথা বুকজোড়া খোলা হাওয়া,
সাগরের খোলা হাওয়া কই!
কোথা মহাগান ভরি দিবে কান,
কোথা সাগরের মহাগান

১৯

মধ্যাহ্নে নগরমাঝে পথ হতে পথে
কর্ম্মবন্যা ধায় যবে উদ্বেলিত স্রোতে

শত শাখা প্রশাখায ,—নগবেব নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হযে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণ ভিত্তিব পবে ; চৌদিক আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে বথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি,
তখন সহসা হেবি মুদিযা নয়ন
মহা জনাবণ্যমাঝে অনন্ত নির্জ্জন
তোমাব আসনখানি,—কোলাহলমাঝে
তোমাব নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিবাজে।
সব দুঃখে সব সুখে, সব ঘরে ঘবে,
সব চিত্তে, সব চিন্তা সব চেষ্টা পরে
যতদূব দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।

—

২০

আজি হেমন্তেব শান্তি ব্যাপ্ত চবাচবে।
জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহবে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদাব

রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত। এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে, ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহেসূর্য্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে'
অণু পরমাণুদের নৃত্যকলরোল,—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল!

২১

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্ম্মহীন
আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন।
নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ

ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি' কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে,
ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণত-গর্ভ। আমি নিদ্রাতুর
আলস্য-শয্যার পরে শ্রান্তিতে মরিয়া
ভেবেছিনু সব কর্ম্ম রহিল পড়িয়া!
প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন,
দেখিনু ভরিয়া আছে আমার কানন।

২২

আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি,
আবার আসুক্ ফিরে হারা গান গুলি!

সহসা কঠিন শীতে মানসের জলে
পদ্মবন মরে' যায়, হংস দলে দলে
সারি বেঁধে উড়ে যায় সুদূর দক্ষিণে
জনহীন কাশফুল্ল নদীর পুলিনে;

আবার বসন্তে তারা ফিরে আসে যথা
বহি লয়ে আনন্দের কলমুখরতা,—

তেমনি আমার যত উড়ে-যাওয়া গান
আবার আসুক্ ফিরে, মৌন এ পরাণ
ভরি উতরোলে ; তারা শুনাক্ এবার
সমুদ্রতীরের তান, অজ্ঞাত রাজার
অগম্য রাজ্যের যত অপরূপ কথা,
সীমাশূন্য নির্জ্জনের অপূর্ব্ব বারতা।

২৩

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ;—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে,—বরষে বরষে

বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়!

করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান!
সেই যুগযুগান্তের বিরাট্‌ স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্ত্তন!

২৪

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার!

এ কি জ্যোতি! এ কি ব্যোম দীপ্তদীপ জ্বালা'
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা!
একি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্ব্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার! এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ!
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত! ও গো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি এ কি অপরূপ!

২৫

রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জাগি,
বাহিরে দাঁড়ানু এসে ক্ষণেকের লাগি।
শান্ত মৌন নগরীর সুপ্ত হর্ম্ম্যশিরে
হেরিনু জ্বলিছে তারা নিস্তব্ধ তিমিরে।
ভূত ভাবী বর্ত্তমান একটি পলকে
মিলিল বিষাদস্নিগ্ধ আনন্দপুলকে
আমার অন্তরতলে, অনির্ব্বচনীয়
সে মুহূর্ত্তে জীবনের যত কিছু প্রিয়,
দুর্ল্লভ বেদনা যত, যত গত সুখ,
অনুদ্‌গত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌনমূক
আমার হৃদয়পাত্রে হয়ে রাশি রাশি
কি অনলে উজ্জ্বলিল! সৌরভে নিঃশ্বাসি'

অপরূপ ধূপধূম্র উঠিল সুধীরে
তোমার নক্ষত্রদীপ্ত নিঃশব্দ মন্দিরে !

২৬

কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে
গাহিতে তোমার গান কহিল সকলে,
সহসা রুধিয়া গেল হৃদয়ের দ্বার,
যেথায় আসন তব গোপন আগার।
স্থানভেদে তব গান মূর্ত্তি নব নব,
সখাসনে হাস্যোচ্ছ্বাস সেও গান তব,
প্রিয়াসনে প্রিয়ালাপ, শিশুসনে খেলা,
জগতে যেথায় যত আনন্দের মেলা,
সর্ব্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।
আকাশে তারকা ফুটে ফুলবনে ফুল,
খণিতে মাণিক থাকে হয়নাক ভুল,
তেমনি আপনি তুমি যেখানে যে গান
রেখেছ, কবিও যেন রাখে তার মান !

২৭

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ;
হেরি' সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়—
তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর এ কি চপলতা !
কেন হাস্য পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস্ এ সংসারের সহস্র অলসে !
দিয়েছি উত্তর তাঁরে. ওগো পক্ককেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ !
যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
ধ্বনিত মানব প্রাণ, আমার বীণায়
দিয়েছেন তারি সুর,—সে তাঁহারি দান,
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান !
তব আজ্ঞা রক্ষা করি নাই সে ক্ষমতা,
সাধ্য নাই তাঁর আজ্ঞা করিতে অন্যথা !

২৮

তুমি তবে এস নাথ, বস শুভক্ষণে
দেহে মনে গাঁথা এই মহা সিংহাসনে !

মোর দু'নয়নে ব্যাপ্ত এই নীলাম্বরে
কোন শূন্য রাখিয়ো না আর কারো তরে,
আমার সাগরে শৈলে কান্তারে কাননে,
আমার হৃদয়ে দেহে, সজনে নির্জ্জনে!

জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিশীথের নিস্তব্ধ প্রহরে
আনন্দে বিষাদে গাঁথা ছায়ালোকপরে
বস তুমি মাঝখানে! শান্তিরস দাও
আমার অশ্রুর জলে, শ্রীহস্ত বুলাও
সকল স্মৃতির পরে, প্রেয়সীর প্রেমে
মধুর মঙ্গলরূপে তুমি এস নেমে!
সকল সংসারবন্ধে বন্ধনবিহীন
তোমার মহান্ মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন!

৩০

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার

তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময় ! প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে ! ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার !
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমাব আনন্দ রবে তার মাঝখানে !
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া !

৩১

তোমার ভুবনমাঝে ফিরি মুগ্ধসম
হে বিশ্বমোহন নাথ ! চক্ষে লাগে মম
প্রশান্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাশ ;
শরৎমধ্যাহ্নে পূর্ণ স্বুবর্ণ উচ্ছ্বাস
আমার শিরার মাঝে করিয়া প্রবেশ
মিশায় রক্তের সাথে আতপ্ত আবেশ !

ভুলায় আমারে সবে! বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায়;
তব নর নারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে! সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ,—
তা'র শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও, হে নাথ!

৩২

নির্জ্জন শয়ন মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গতজীবনের কত কথা। হেন ক্ষণে
শুনিলাম, তুমি কহিতেছ মোর মনে;—

ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা,
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,

যত ভাল মন্দ যত গীতগন্ধ ল'য়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি' জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন্‌পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম!

৩৩

তখন করিনি নাথ কোন আয়োজন;
বিশ্বের সবার সাথে, হে বিশ্ব-রাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে; কত মুহূর্ত্তের পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ! লই তুলি'
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি,—
দেখি তারা স্মৃতিমাঝে আছিল ছড়ায়ে
কত না ধূলির সাথে আছিল জড়ায়ে
ক্ষণিকের কত তুচ্ছ সুখদুঃখ ঘিরে!

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে

আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘর দেখে' ।
খেলামাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি—আজ শুনি তাই বাজে
জগৎ-সঙ্গীত সাথে চন্দ্রসূর্য্যমাঝে ।

৩৪

কারে দূর নাহি কর ! যত কর দান
তোমারে হৃদয় মন তত হয় স্থান
সবারে লইতে প্রাণে। বিদ্বেষ যেখানে
দ্বার হতে কারেও তাড়ায় অপমানে
তুমি সেই সাথে যাও, যেথা অহঙ্কার
ঘৃণাভরে ক্ষুদ্রজনে রুদ্ধ করে দ্বার
সেথা হতে ফির তুমি ; ঈর্ষ্যা চিত্তকোণে
বাস বসি ছিদ্র করে তোমারি আসনে
তপ্তশূলে। তুমি থাক, যেথায় সবাই
সহজে খুঁজিয়া পায় নিজ নিজ ঠাঁই !

ক্ষুদ্র রাজা আসে যবে, ভৃত্য উচ্চরবে
হাঁকি কহে—সরে' যাও, দূরে যাও সবে।

মহারাজ, তুমি যবে এস, সেই সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে।

৩৫

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্দ্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজনসনে ;
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি বহে' লয়ে'
ফিরি' আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে
দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে। শীতবায়
বুলাল স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায়
মুহূর্ত্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।

মুহূর্ত্তেই মৌন হল স্তব্ধ হল হিয়া
নির্ব্বাণপ্রদীপ রিক্ত নাট্যশালা সম।
চাহিয়া দেখিনু ঊর্দ্ধপানে ; চিত্ত মম
মুহূর্ত্তেই পার হয়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে। হেরিনু তখনি
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

৩৬

কোথা হতে আসিয়াছি নাহি পড়ে মনে
অগণ্য যাত্রীর সাথে তীর্থ দরশনে
এই বসুন্ধরাতলে ; লাগিয়াছে তরী
নীলাকাশ-সমুদ্রের ঘাটের উপরি।
শুনা যায় চারি দিকে দিবসরজনী
বাজিতেছে বিরাট্ সংসার-শঙ্খধ্বনি
লক্ষ লক্ষ জীবনফুৎকারে। এত বেলা
যাত্রী নরনারী সাথে করিয়াছি মেলা
পুরীপ্রান্তে পান্থশালা'পরে। স্নানে পানে
অপরাহ্ন হয়ে এল গল্পে হাসি গানে।

এখন মন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ,
নির্জ্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব। তার পর
নবতীর্থে যেতে হবে, হে বসুধেশ্বর!

৩৭

মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে
তোমার নির্জ্জনধামে! সেথা ডেকে লবে

সমস্ত আলোক হতে তোমার আলোতে
আমারে একাকী,—সর্ব্ব সুখদুঃখ হতে,
সর্ব্ব সঙ্গ হতে, সমস্ত এ বসুধার
কর্ম্মবন্ধ হতে। দেব, মন্দিরে তোমার
পশিয়াছি পৃথিবীর সর্ব্বযাত্রীসনে,
দ্বার মুক্ত ছিল যবে আরতির ক্ষণে!

দীপাবলী নিবাইয়া চলে যাবে যবে
নানাপথে নানাঘরে পূজকেরা সবে,
দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে;—শান্ত অন্ধকার
আমারে মিলায়ে দিবে চরণে তোমার!
একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া!

৩৮

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি'
তোমার প্রাঙ্গনতলে,—ভরি ল'য়ে সাজি
চলেছিল নরনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীন শিশিরসিক্ত গুঞ্জনমুখর

স্নিগ্ধবনপথ দিয়ে। আমি অন্যমনে
সঘন পল্লবপুঞ্জ ছায়াকুঞ্জবনে
ছিনু শুয়ে তৃণস্তীর্ণ তরঙ্গিনী তীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ সমীরে!

আমি যাই নাই দেব তোমার পূজায়,
চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে যায়!
আজ ভাবি ভাল হয়েছিল মোর ভুল,
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল,—
হের তারা সারাদিনে ফুটিতেছে আজি
অপরাহ্নে ভরিলাম এ পূজার সাজি!

৩৯

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।
গণনা কেহ না করে, রাত্রি আর দিন
আসে যায়, ফুটে ঝরে যুগ যুগান্তরা।
বিলম্ব নাহিক তব, নাহি তব ত্বরা
প্রতীক্ষা করিতে জান। শতবর্ষ ধরে
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে

চলে তব ধীর আয়োজন। কাল নাই
আমাদের হাতে, কাড়াকাড়ি করে তাই
সবে মিলে ; দেরি কারো নাহি সহে কভু।

আগে তাই সকলের সব সেবা প্রভু
শেষ করে দিতে দিতে কেটে যায় কাল,
শূন্য পড়ে থাকে হায় তব পূজা থাল!
অসময়ে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয়,—
এসে দেখি, যায় নাই তোমার সময়!

৪০

তোমার ইঙ্গিতখানি দেখিনি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।
যখনি দেখেছি আজ, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত, শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ফুটে সে ইঙ্গিত ; সমুদ্রের কূলে কূলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি' ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়

দ্রুত সে ইঙ্গিত ; শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঊর্দ্ধমুখে জাগি' রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত !

তখন তোমার পানে
বিমুখ হইয়া ছিনু কি লয়ে কে জানে !
বিপরীত মুখে তাবে পড়েছিনু, তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপিব অর্থ বুঝি নাই।

৪১

তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে
যমদূত লয়ে যাবে নরকের দ্বারে
ভক্তিহীনে এই বলি' যে দেখায় ভয়
তোমার নিন্দুক সে যে, ভক্ত কভু নয় !
হে বিশ্বভুবনরাজ, এ বিশ্বভুবনে
আপনারে সব চেয়ে বেখেছ গোপনে
আপন মহিমামাঝে ! তোমার স্থষ্টিব
ক্ষুদ্র বালুকণাটুকু, ক্ষণিক শিশির
তারাও তোমার চেয়ে প্রত্যক্ষ আকারে
দিকে দিকে ঘোষণা করিছে আপনাবে !

যা কিছু তোমারি তাই আপনার বলি'
চিরদিন এ সংসার চলিয়াছে ছলি',—
তবু সে চোরের চৌর্য্য পড়ে না ত ধরা !
আপনারে জানাইতে নাই তব ত্বরা !

৪২

সেই ত প্রেমের গর্ব্ব, ভক্তির গৌরব !
সে তব অগমকক্ষ অনন্ত নীরব
নিস্তব্ধ নির্জ্জন মাঝে যায় অভিসারে
পূজার সুবর্ণ থালি ভরি' উপহারে।
তুমি চাও নাই পূজা সে চাহে পূজিতে
একটি প্রদীপ হাতে রহে সে খুঁজিতে
অন্তরের অন্তরালে। দেখে সে চাহিয়া
একাকী বসিয়া আছ ভরি' তার হিয়া।

চমকি' নিবায়ে দীপ দেখে সে তখন
তোমারে ধরিতে নারে অনন্ত গগন।
চিরজীবনের পূজা চরণের তলে
সমর্পণ করি' দেয় নয়নের জলে।

বিনা আদেশের পূজা,—হে গোপনচারী,
বিনা আহ্বানের খোঁজ, সেই গর্ব্ব তারি।

৪৩

কত না তুষারপুঞ্জ আছে সুপ্ত হয়ে
অভ্রভেদী হিমাদ্রির সুদূর আলয়ে
পাষাণ প্রাচীর মাঝে'—হে সিন্ধু মহান,
তুমি ত তাদের কারে কর না আহ্বান
আপন অতল হতে! আপনার মাঝে
আছে তারা অবরুদ্ধ, কানে নাহি বাজে
বিশ্বের সঙ্গীত!

প্রভাতের রৌদ্রকরে
যে তুষার বয়ে যায়, নদী হয়ে ঝরে,
বন্ধ টুটি' ছুটি' চলে,—হে সিন্ধু মহান্
সেও ত শোনেনি কভু তোমার আহ্বান।
সে সুদূর গঙ্গোত্রীর শিখর চূড়ায়
তোমার গম্ভীর গান কে শুনিতে পায়?

আপন স্রোতের বেগে কি গভীর টানে
তোমারে সে খুঁজে পায় সেই তাহা জানে!

৪৪

মর্ত্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু
মর্ত্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্ব্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্যকাজে, সর্ব্ব কর্ম্ম সারি'
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।
কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি';
তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থখানি।

৪৫

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদধারা
নাহি চাহি নাথ !

দাও ভক্তি শান্তিরস
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার-ভবন-দ্বারে ! যে ভক্তিঅমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর,—সর্ব্ব কর্ম্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।
সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।

৪৬

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য-ক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান ; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম স্বরে ;—প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে ; প্রভাত-শর্ব্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি' দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা।
আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতিব স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূবে,—
কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে—দাও চিত্তে বল !
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল !

৭৮

এ কথা স্মরণে রাখা কেন গা কঠিন
তুমি আছ সব চেয়ে, আছ নিশিদিন,

আছ প্রতিক্ষণে,—আছ দূরে, আছ কাছে
যাহা কিছু আছে, তুমি আছ বলে আছে?
যেমনি প্রবেশ আমি করি লোকালয়ে,
যখনি মানুষ আসে স্তুতিনিন্দা ল'য়ে
ল'য়ে রাগ, ল'য়ে দ্বেষ, ল'য়ে গর্ব্ব তার,
অমনি সংসার ধরে পর্ব্বত আকার
আবরিয়া ঊর্দ্ধলোক,—তরঙ্গিয়া উঠে
লাজভয়লোভক্ষোভ; নরের মুকুটে
যে হীরক জ্বলে তারি আলোক-ঝলকে
অন্য আলো নাহি হেরি দ্যুলোকে ভূলোকে!
মানুষ সম্মুখে এলে কেন সেইক্ষণে
তোমার সম্মুখে আছি নাহি পড়ে মনে?

৭৯

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর,—তাঁদের চরণে

পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার!
সে সরল শান্ত প্রেম গভীর উদার,—
সে নিশ্চিত নিঃসংশয়, সেই সুনিবিড়
সহজ মিলনাবেগ, সেই চিরস্থির
আত্মার একাগ্র লক্ষ্য, সেই সর্ব্ব কাজে
সহজেই সঞ্চরণ সদা তোমা মাঝে
গম্ভীর প্রশান্ত চিত্তে, হে অন্তরযামী,
কেমনে করিব লাভ? পদে পদে আমি
প্রেমের প্রবাহ তব সহজ বিশ্বাসে
অন্তরে টানিয়া লব নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে!

৮০

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত,
সেথা হতে আনন্দের অব্যক্ত সঙ্গীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি',—অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রিশিখর হতে জাহ্নবীর সম।
সে ধ্যানাভ্রভেদী শৃঙ্গ, যেথা স্বর্ণলেখা
জগতের প্রাতঃকাল দিয়েছিল দেখা

আদি অন্ধকার মাঝে,—যেথা রক্তচ্ছবি
অস্ত যাবে জগতের শ্রান্ত সন্ধ্যারবি ;
নব নব ভুবনের জ্যোতির্বাষ্পরাশি
পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা যার বক্ষে আসি
ফিরিছে সৃজনবেগে মেঘখণ্ড সম
যুগে যুগান্তরে—চিত্তবাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুক্ত করি, হে অন্তবিহীন !

৮১

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড় !
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।
সেথা উষা ডান হাতে ধরি' স্বর্ণ থালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্য্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে ,
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিম সমুদ্র হতে ভরি' শান্তিবারি।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র,—সেথা শুভ্র ভাস;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী!

৮২

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম! তবু শুধু মাধুর্য্যমাঝারে
চাহি না নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়!
আপনি যেথায় ধরা দিলে, স্নেহময়
বিচিত্র সৌন্দর্য্যডোরে, কত স্নেহে প্রেমে
কত রূপে—সেথা আমি রহিব না থেমে
তোমার প্রণয়-অভিমানে! চিত্তে মোর
জড়ায়ে বাঁধিবনাক সন্তোষের ডোর!

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে
সকল বন্ধন মাঝে,—সেথায় উদার
অন্তহীন শান্তি আর মুক্তির বিস্তার!

তোমার মাধুর্য্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্য্যের পানে টানে সে আমাকে!

৮৩

হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম!
যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম,
যেথায় সুদূরে তুমি সেথা আমি তব!
কাছে তুমি নানা ভাবে নিত্য নব নব
সুখে দুঃখে জনমে মরণে; তব গান
জলস্থল শূন্য হতে করিছে আহ্বান
মোরে সর্ব্ব কর্ম্মমাঝে,—বাজে গূঢ়স্বরে
প্রহরে প্রহরে চিত্ত-কুহরে কুহরে
তোমার মঙ্গল-মন্ত্র।

যেথা দূর তুমি
সেথা আত্মা হারাইয়া সর্ব্ব তটভূমি
তোমার নিঃসীমা মাঝে পূর্ণানন্দ ভরে
আপনারে নিঃশেষিয়া সমর্পণ করে।
কাছে তুমি কর্ম্মতট আত্মা তটিনীর,
দূরে তুমি শান্তিসিন্ধু অনন্ত গভীর!

৮৪

দুর্দ্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে,
হে প্রাণেশ ! দিগ্বিদিক্ বৃষ্টিবারিধারে
ভেসে যায়, কুটিল কটাক্ষে হেসে যায়
নিষ্ঠুর বিদ্যুৎশিখা,—উতরোল বায়
তুলিল উতলা করি' অরণ্য কানন !

আজি তুমি ডাক অভিসারে, হে মোহন,
হে জীবনস্বামী ! অশ্রুসিক্ত বিশ্বমাঝে
কোন দুঃখে, কোন ভয়ে, কোন বৃথা কাজে
রহিব না রুদ্ধ হয়ে ! এ দীপ আমার
পিচ্ছিল তিমির পথে যেন বারম্বার
নিবে নাহি যায়—যেন আর্দ্র সমীরণে
তোমার আহ্বান বাজে ! দুঃখের বেষ্টনে
দুর্দ্দিন রচিল আজি নিবিড় নির্জ্জন,
হোক্ আজি তোমা সাথে একান্ত মিলন।

৮৫

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম ! দিক্-চক্রবাল
ভয়ঙ্কর শূন্য হেরি, নাই কোন খানে
সরস সজল রেখা,—কেহ নাহি আনে
নব-বারি-বর্ষণের শ্যামল সংবাদ!

যদি ইচ্ছা হয়, দেব, আন বজ্রনাদ
প্রলয়-মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে !
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র কষাঘাতে
সচকিত কর মোর দিক্ দিগন্তর !
সংহর সংহর, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর
এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ,
নিঃসহ নৈরাশ্য তাপ ! চাহ নাথ চাহ
জননী যেমন চাহে সজল নয়ানে,
পিতার ক্রোধের দিনে, সন্তানের পানে।

৮৬

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি' বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্দ্ধ পানে চাহি'! ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্নমাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হতে এসে
ব্যগ্র শাখা প্রশাখায় চক্ষের নিমেষে
কানে কানে রটাইবে আনন্দমর্ম্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বন বনান্তর!

গম্ভীর মাভৈঃ মন্দ্র কোথা হতে বহে'
তোমার প্রসাদপুঞ্জ ঘন সমারোহে
ফেলিবে আচ্ছন্ন করি' নিবিড়চ্ছায়ায়!
তার পরে বিপুল বর্ষণ! তার পরে
পরদিন প্রভাতের সৌম্য রবিকরে
রিক্ত মালঞ্চের মাঝে পূজা-পুষ্পরাশি
নাহি জানি কোথা হতে উঠিবে বিকাশি'!

৮৭

এ কথা মানিব আমি এক হতে দুই
কেমনে যে হতে পারে জানিনা কিছুই!
কেমনে যে কিছু হয়, কেহ হয় কেহ,
কিছু থাকে কোনরূপে, কারে বলে দেহ,
কারে বলে আত্মা মন, বুঝিতে না পেরে'
চিরকাল নিরখিব বিশ্ব জগতেরে
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্ চিত্তে!

বাহিরে যাহার
কিছুতে নারিব যেতে আদি অন্ত তার
অর্থ তার তত্ত্ব তার বুঝিব কেমনে
নিমেষের তরে? এই শুধু জানি মনে
সুন্দর সে, মহান্ সে, মহা ভয়ঙ্কর
বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর!
ইহা জানি, কিছুই না জানিয়া অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে!

৮৮

সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া!
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রেখে দিয়ো তার একটি দুয়ার খুলিয়া!
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুয়ার র'বে তোমারি প্রবেশ তরে,
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয় পরে
চরণ হইতে তব পদরজ তুলিয়া!
সে দুয়ার খুলি আসিবে তুমি এ ঘরে,
আমি বাহিরিব সে দুয়ারখানি খুলিয়া!

আর যত সুখ পাই বা না পাই, তবু
এক সুখ শুধু মোর তরে তুমি রাখিয়ো!
সে সুখ কেবল তোমার আমার, প্রভু,
সে সুখের পরে তুমি জাগ্রত থাকিয়ো!
তাহারে না ঢাকে আর যত সুখগুলি,
সংসার যেন তাহাতে না দেয় ধূলি,
সব কোলাহল হতে তারে তুমি তুলি'
যতন করিয়া আপন অঙ্কে ঢাকিয়ো!

আর যত সুখে ভরুক্ ভিক্ষাঝুলি
 সেই এক সুখ মোর তরে তুমি রাখিয়ো !

যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
 এক বিশ্বাস রহে যেন চিত্তে লাগিয়া
যে অনল তাপ যখনি সহিব আমি
 দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া !
দুখ পশে যবে মর্ম্মের মাঝখানে
তোমার লিখন-স্বাক্ষর যেন আনে !
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
 সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া !
শত বিশ্বাস ভেঙে যদি যায় প্রাণে
 এক বিশ্বাসে রহে যেন মন লাগিয়া ।

জীবন দেবতা।

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভাল বেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।
দেখি চারিদিক পানে,
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে!
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকল খানে!
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি!

তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,
মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,—
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি!

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী।
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী !
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমারি স্মৃতি।
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে,
কতবা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।
লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথনি কি মোর জীবনে ?
সে প্রভাতে কোন্খানে
জেগেছিনু কেবা জানে !
কি মূরতি মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে।
হে চির-পুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
র'বে চিরদিন ধরিয়া !

জীবন দেবতা।

উৎসর্গ।

আজি মোর দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

তুমি এস নিকুঞ্জ নিবাসে,
এস মোর সার্থক-সাধন!
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,

নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব্ব-সমর্পণ ;
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন।

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি তুলি ;
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক্ পূর্ণ ফলগুলি !

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্ম্মর নিঃশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল !

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল!

সাধনা।

দেবি! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়ন জলে
ব্যর্থ সাধনখানি!
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবসনিশি।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার,
ভালয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়াছে মিশি।
তবু ওগো, দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি

মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধন থানি।
ওগো ব্যর্থ সাধন থানি,
দেথিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।
তুমি যদি দেবী পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁথিজল
করুণা মানি'
সব হতে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনথানি।

দেবি। আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাথানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই থেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা
শতেক বার।

মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
সুরহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা!
ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এবে লহ কোলে তুলি,
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সঙ্গীত গুলি,
হৃদয়াসীনা।
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

দেবি! এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল;

সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যতদিন থাকে ততদিন থাক,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্
ধূলার মাঝে।
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসারমাঝ
বিবিধ সাজে!
যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনারাশি।
ওগো বিফল বাসনারাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি লহ কর পাতি,
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি,
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি

সুবাসে ভাসি,
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনা রাশি!

আবেদন।

ভৃত্য। জয় হোক্ মহারাণী! রাজরাজেশ্বরী,
দীন ভৃত্যে কর দয়া!
রাণী। সভা ভঙ্গ করি'
সকলেই গেল চলি' যথাযোগ্য কাজে
আমার সেবকবৃন্দ বিশ্বরাজ্যমাঝে,
মোর আজ্ঞা মোর মান লয়ে শীর্ষদেশে
জয়শঙ্খ সগর্ব্বে বাজায়ে! সভাশেষে
তুমি এলে নিশান্তের শশাঙ্ক সমান
ভক্ত ভৃত্য মোর? কি প্রার্থনা?
ভৃত্য। মোর স্থান
সর্ব্বশেষে, আমি তব সর্ব্বাধম দাস
মহোত্তমে! একে একে পরিতৃপ্ত আশ
সবাই আনন্দে যবে ঘরে ফিরে যায়
সেইক্ষণে আমি আসি নির্জ্জন সভায়;

একাকী আসীনা তব চরণতলের
প্রান্তে বসে' ভিক্ষা মাগি শুধু সকলের
সর্ব্ব অবশেষটুকু !

রাণী। অবোধ ভিক্ষুক,
অসময়ে কি তোরে মিলিবে ?

ভৃত্য। হাসি মুখ
দেখে চলে' যাব। আছে দেবী, আরো আছে ;—
নানা কর্ম্ম নানা পদ নিল তোর কাছে
নানা জনে,—এক কর্ম্ম কেহ চাহে নাই—
ভৃত্য পরে দয়া করে' দেহ মোরে তাই,—
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর !

রাণী। মালাকর ?

ভৃত্য। ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর
লব সব কাজে। যুদ্ধ-অস্ত্র ধনুঃশর
ফেলিনু ভূতলে ; এ উষ্ণীষ রাজসাজ
রাখিনু চরণে তব,—যত উচ্চ কাজ
সব ফিরে লও দেবী ! তব দূত করি
মোরে আর পাঠায়োনা, তব স্বর্ণতরী
দেশে দেশান্তরে লয়ে ; জয়ধ্বজা তব
দিগ্দিগন্তে করিয়া প্রচার, নব নব

দিগ্বিজয়ে পাঠায়োনা মোরে ! পরপারে
তব রাজ্য কর্ম্ম যশ ধন জন ভারে
অসীমবিস্তৃত,—কত নগর নগরী,
কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী,
বিপণীতে কত পণ্য,—ওই দেখ দূরে
মন্দিরশিখরে আর কত হর্ম্ম্যচূড়ে
দিগন্তেরে করিছে দংশন ; কলোচ্ছ্বাস
শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস
নক্ষত্রের নিত্য নীরবতা। বহু ভৃত্য
আছে হোথা, বহু সৈন্য তব, জাগে নিত্য
কতই প্রহরী ! এ পারে নির্জ্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্দ্ধে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদ-সৌধ,—অনিন্দ্য নির্ম্মল
চন্দ্রকান্ত মণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরী-বিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা ; স্ফটিক প্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোল-ক্রন্দনে

উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘ দিন ছল ছল ছল—
মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনা-বিহ্বল
করুণা-কাতর ; অদূরে অলিন্দপরে
পুঞ্জ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্ব্বভরে
নাচিবে ভবন-শিখী, রাজহংসদল
চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল
বাঁকায়ে ধবলগ্রীবা ; পাটলা হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে ; অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর !

রাণী। ওরে তুই কর্ম্মভীরু অলস কিঙ্কর,
কি কাজে লাগিবি ?

ভৃত্য। অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যূষে অরুণোদয়ে—শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জ্জন—সে বন-বীথিকা
রাখিব নবীন করি ; পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ উষায়

বিকশি উঠিবে তব পরশ তৃষায়
পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে। সন্ধ্যাকালে
যে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি,—আমি নিজ করে
রচি' সে বিচিত্র মালা সান্ধ্য যূথীস্তরে,
সাজায়ে স্বর্ণ পাত্রে তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি অবনত মুখে,—
যেথায় নিভৃত কক্ষে, ঘন কেশপাশ,
তিমির-নির্ঝরসম উন্মুক্ত-উচ্ছ্বাস
তরঙ্গ-কুটিল, এলাইয়া পৃষ্ঠ পরে,
কনক মুকুর অঙ্কে, শুভ্র পদ্মকরে
বিনাইবে বেণী। কুমুদ-সরসী-কূলে
বসিবে যখন, সপ্তপর্ণ-তরুমূলে
মালতী-দোলায়—পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন ;—
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ, বাসনা-বিভোল
নিশ্বাসের প্রায়.—মৃদু ছন্দে দিব দোল
মৃদু মন্দ সমীরের মত। অনিমেষে

যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যা-শিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি, সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গপানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি—সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।
শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব, রাণী,
বসন বাসন্তী রঙে; পাদপীঠখানি
নব ভাবে নব রূপে শুভ আলিম্পনে
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা! নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর!

রাণী। কি লইবে পুরস্কার?

ভৃত্য। প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি, কমলের পাতে
আনিব যখন,—পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি' পদতল, চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে

লেশমাত্র বেণু—চুম্বিয়া মুছিয়া লব
এই পুরস্কার!

রাণী! ভৃত্য, আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী
বহু সৈন্য বহু সেনাপতি,—বহু যন্ত্রী
কর্ম্মযন্ত্রে রত,—তুই থাক্ চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন কর্ম্মহীন।
রাজসভা-বহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর—
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।

উৎসব।

মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয়
কত পত্রপুষ্পময়!
যেন মধুপের মেলা গুঞ্জরিছে সারা বেলা,
হেলাভরে করে খেলা অলস মলয়।
ছায়া আলো অশ্রু হাসি নৃত্য গীত বীণা বাঁশি,
যেন মোর অঙ্গে আসি বসন্ত উদয়
কত পত্রপুষ্পময়!

তাই মনে হয় আমি আজি পরম সুন্দর.
আমি অমৃত-নিঝর!
সুখসিক্ত নেত্র মম শিশিরিত পুষ্পসম,
ওষ্ঠে হাসি নিরুপম মাধুরী-মন্থর।
মোর পুলকিত হিয়া সর্ব্বদেহে বিলসিয়া
বক্ষে উঠে বিকশিয়া পরম সুন্দর,
নব অমৃত নির্ঝর।

ওগো যে-তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন
সদা আছ নিশিদিন
তুমি কি বসেছ আজি নব বরবেশে সাজি
কুন্তলে কুসুমবাজি অঙ্কে লয়ে বীণ?
ভরিয়া আরতি থালা জ্বালায়েছ দীপমালা
সাজায়েছ পুষ্পডালা নূতন নবীন,
আজি বসন্তের দিন।

ওগো তুমি কি উতলাসম বেড়াইছ ফিরে
মোর হৃদয়েব তীরে?
তোমারি কি চারিপাশ কাঁপে শত অভিলাষ
তোমারি কি পট্টবাস উড়িছে সমীরে?

নব গান তব মুখে ধ্বনিছে আমার বুকে
উচ্ছ্বসিয়া সুখে দুখে হৃদয়ের তীরে
তুমি বেড়াইছ ফিরে !

আজি তুমি কি দেখিছ এই শোভা রাশি রাশি
ওগো মনোবনবাসী !
আমার নিঃশ্বাসবায় লাগিছে কি তব গায় ?
বাসনার পুষ্প পা'য় পড়িছে কি আসি ?
উঠিছে কি কলতান মর্ম্মর-গুঞ্জর-গান,
তুমি কি করিছ পান মোর সুধারাশি
ওগো মনোবনবাসী !

আজি এ উৎসব কলরব কেহ নাহি জানে,
শুধু আছে তাহা প্রাণে।
শুধু এ বক্ষের কাছে কি জানি কাহারা নাচে
সর্ব্বদেহ মাতিয়াছে শব্দহীন গানে।
যৌবন-লাবণ্যধারা অঙ্গে অঙ্গে পথহারা,
এ আনন্দ তুমি ছাড়া কেহ নাহি জানে,—
তুমি আছ মোর প্রাণে।

জীবন-দেবতা।

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম!
কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর-শয়ন তব,—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব!

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে!

লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম্ম, আমার কর্ম্ম
　　তোমার বিজন বাসে ?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
　　আপন সিংহাসনে ?
মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
　　মম যৌবনবনে ?

কি দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে
　　রাখিয়া নয়ন দুটি ?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
　　স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ,

অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি ?
তোমাব কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি !

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা কিছু আছিল মোর ?
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর ?
শিথিল হয়েছে বাহু বন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর ?

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ, আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন-ডোরে।

অন্তর্যামী।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,

সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে!
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়া মূরতি কি কহিছে বাণী!
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি!
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি'
রহস্যে নিমগন!
এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর-বিদারণ!
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,

নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
  নূতন রাগিণী ভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
  কারে শুনাবাব তবে!
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমাবে শুধায় বৃথা বারবার,
  দেখে' তুমি হাস বুঝি!
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
  আমি মবিতেছি খুঁজি।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
  ওগো কৌতুকময়ী!
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
  চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষীগণ ফিরে দিবা-অবসানে,

গোঠে ধায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে—
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগলবেশে।
কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘন পঙ্কিল,
কভু সংকট-ছায়া শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম,—
খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ,
ধূলায় রৌদ্রে মলিন বরণ,

আশে পাশে হতে তাকায় মরণ,
সহসা লাগায় ভ্রম !
তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে !
কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে !
ক্ষ্যাপার মতন কেন এ জীবন ?
অর্থ কি তার, কোথা এ ভ্রমণ ?
চুপ করে থাকি শুধায় যখন
দেখে তুমি হাস বুঝি !
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে !
আমি যে তোমারে খুঁজি !

রাখ কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !

আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দেও মোরে অয়ি!
আমি কি গো বীণা যন্ত্র তোমার?
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্মমাঝে!
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে?
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর!
হবে যবে তব লীলা অবসান
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর?
জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার

রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহা মন্দিরতলে ?
নাহি জানি, তাই কার্ লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহ্নি সমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে ?
অর্দ্ধনিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে,
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে ?
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,
কেন রাখিলে না সবার জগতে
জনতার মাঝখানে ?
জীবন-পোড়ানো এ হোম-অনল
সে দিন কি হবে সহসা সফল ?
সেই শিখা হতে রূপ নির্ম্মল
বাহিরি' আসিবে বুঝি !
সব জটিলতা হইবে সরল
তোমারে পাইব খুঁজি !

ছাড়ি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
জীবনের শেষে কি নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি ?
চিরদিবসের মর্ম্মের ব্যথা
শত জনমের চির সফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী .
মরণ নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্ত জনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি ?
ললাট আমার চুম্বন করি,
নব চেতনায় দিবে প্রাণ ভরি',
নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি'
জানি না চিনিব কি না !
শূন্য গগন নীল নির্ম্মল,
নাহি রবিশশি গ্রহমণ্ডল,
না বহে পবন, নাই কোলাহল,
বাজিছে নীরব বীণা !

অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণ-বসন অঙ্গে জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়াযে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।
হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি,
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি,
অঙ্গে অঙ্গে অমৃত-বৃষ্টি
বরষি' করুণাভরে।
নিবিড় গভীর প্রেম আনন্দ
বাহুবন্ধনে করিছে বন্ধ,
মুগ্ধ নয়ন হয়েছে অন্ধ
অশ্রু বাষ্প থরে।
নাহিক মিথ্যা, নাহিক তত্ত্ব,
নাহিক অর্থ, নাহিক সত্য,
আপনার মাঝে আপনি মত্ত,
দেখিয়া হাসিবে বুঝি?

আমি হতে তুমি বাহিরে আসিবে,
ফিরিতে হবে না খুঁজি !

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী,
তবে তাই হোক্ ! দেবি অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিবহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে !
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দ্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
কখন হৃদয়ে কখন বাহিরে,
কখনো আলোকে, কখন তিমিরে,
কভু বা স্বপনে কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।

বক্ষ বীণায় বেদনার তার
এইমত পুনঃ বাঁধিব আবার,
পরশমাত্রে গীতঝঙ্কার
উঠিবে নূতন ভাবে।
এমনি টুটিয়া মর্ম্ম-পাথর
ছুটিবে আবার অশ্রু-নির্ঝর
জানি না খুঁজিয়া কি মহাসাগর
বহিয়া চলিবে দূরে।
বরষ বরষ দিবস রজনী
অশ্রু নদীর আকুল সে ধ্বনি
রহিয়া রহিয়া মিশিবে এমনি
আমার গানের সুরে!
যত শত ভুল করেছি এবার
সেই মত ভুল ঘটিবে আবার,
ওগো মায়াবিনী কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে!
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।

এবারের মত পূরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান ;
সে সুরা তরল অগ্নি সমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি !
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি !

চিত্রা।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী !
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।

কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী!
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী!

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী!
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম জীবন গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,

স্থির হাসিখানি উষালোকসম অসীমা,
অয়ি প্রশান্ত হাসিনী!
অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

অন্তরতম।

আমি যে তোমায় জানি, সেত কেউ
জানেনা!
তুমি মোর পানে চাও, সেত কেউ
মানেনা!
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,
কেহ কিছু নারে কহিতে।

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলিনে কাহারে।

সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটী বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে!

প্রভাত না হতে কখন্ আবার
গৃহকোণমাঝে আসিয়া
বাতায়নে বসে' বিহ্বল বীণা
বিজনে বাজাই হাসিয়া।
পথ দিয়ে যেবা আসে যেবা যায়
সহসা থমকি চমকিয়া চায়,
মনে করে তারে ডেকেছি।
জানেনা ত কেহ কত নাম দিয়ে
এক নামখানি ঢেকেছি।

ভোরের গোলাপ সে গানে সহসা
সাড়া দেয় ফুলকাননে,

ভোরের তারাটী সে গানে জাগিয়া
চেয়ে দেখে মোর আননে।
সব সংসার কাছে আসে ঘিরে,
প্রিয়জন সুখে ভাসে আঁখিনীরে,
হাসি জেগে ওঠে ভবনে।
যে নামে যে ছলে বীণাটী বাজাই
সাড়া পাই সারা ভুবনে।

নিশীথে নিশীথে বিপুল প্রাসাদে
তোমার মহলে মহলে
হাজার হাজার সোণার প্রদীপ
জ্বলে অচপল অনলে।
মোর দীপে জেলে তাহারি আলোক
পথ দিয়ে আসি হাসে কত লোক,
দূরে যেতে হয় পালায়ে,—
তাইত সে শিখা ভবনশিখরে
পারিনে রাখিতে জ্বালায়ে।

বলিনে ত কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে

বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম-সাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিনীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে!
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা পানে চাই স্বপনে।

সমাপ্তি।

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা!
নানা বসন্তে নানা বরষায়
অনেক দিবসে অনেক নিশায়
দেখেছি অনেক, সহেছি অনেক
লিখেছি অনেক লেখা;

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা!

কখন্ যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে,
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন্
চলিয়া গিয়াছে সবে!
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানিনা কখন্ পশিনু কেমনে!
অবাক্ রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে!
কখন্ যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে!

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা?
রুধিয়া দিয়েছ তব বাতায়ন,
বিছান রয়েছে শীতল শয়ন,

তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের
চিহ্ন কি যায় দেখা?

৭ই অগ্রহায়ণ

১৩০৯।

স্মরণ।

শেষ কথা।

তখন নিশীথরাত্রি ; গেলে ঘর হ'তে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলেনা কারো বিদায়-বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্বমাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলাম না পেলেম দেখা।
মঙ্গলমূরতি সেই চির-পরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত!

গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্তহাতে ?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে ?
বিশ-বৎসরের তব সুখদুঃখভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার!
প্রতিদিবসের প্রেমে কতদিন ধরে'
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে,

পরিপূর্ণ করি' তারে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে ?

তোমার সংসারমাঝে, হায়, তোমাহীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দ্দিন,—
তখন এ শূন্যঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে ?
আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণি, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি' কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যাতরে ?

প্রার্থনা।

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই,
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই !
আমার ঘরেতে নাথ একটুকু স্থান—
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।
অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম,
হে নাথ খুঁজিতে তারে সেথা আসিলাম।

দাঁড়ালেম তব সন্ধ্যাগগনের তলে,
চাহিলাম তোমাপানে নয়নের জলে।
কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো,
সেথায় এনেছি মোর পীড়িত এ হিয়া,
দাও তারে, দাও তারে, দাও ডুবাইয়া!
ঘরে মোর নাহি আর যে অমৃতরস,
বিশ্বমাঝে পাই সেই হারানো পরশ!

আহ্বান।

যবে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।
আজ তুমি বিশ্বমাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্বমাঝে ডাক মোরে সে করুণ রবে!
খুলি' দিয়া গেলে তুমি যে গৃহদুয়ার
সে দ্বার রুধিতে কেহ কহিবে না আর।
বাহিরের রাজপথ দেখালে আমায়,
মনে রয়ে' গেল তব নিঃশব্দ বিদায়!

আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে!
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক্ সিন্দুরের লেখা!
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবাব কল্যাণে হোক্ তোমার কল্যাণ!

পরিচয়।

যতকাল কাছে ছিলে বল কি উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকাযে?
ছিলে তুমি আপনার কর্ম্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।
প্রতি দণ্ড-মুহূর্ত্তের অন্তরাল দিয়া
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নম্র-নত-হিয়া।
আপন সংসারখানি করিয়া প্রকাশ
আপনি ধরিয়াছিলে কি অজ্ঞাতবাস!
আজি যবে চলি' গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার!

জীবনের সব দিন সব খণ্ড কাজ
ছিন্ন হয়ে পদতলে পড়ি' গেল আজ।—
তব দৃষ্টিখানি আজি বহে চিরদিন
চিরজনমের দেখা পলক-বিহীন।

মিলন।

মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমাসনে
এ বিচ্ছেদবেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি' দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি' অন্তরাল।
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।
তোমার অদৃশ্য হাত হেরি মোর কাজে,
তোমারি কামনা মোর কামনার মাঝে।
দুজনের কথা দোঁহে শেষ করি লব
সে রাত্রে ঘটেনি হেন অবকাশ তব!
বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায়
চারিদিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাসনায়।

আজি এ হৃদয়ে সর্ব্বভাবনার নীচে
তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে!

লক্ষ্মী-সরস্বতী।

হে লক্ষ্মী তোমার আজি নাই অন্তঃপুর!
সরস্বতীরূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সঙ্গীতের শতদলদলে।
মানসসরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রঞ্জিছে তোমায়।
চিত্তের সৌন্দর্য্য তব বাধা নাহি পায়—
সে আজ বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে! তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে গলিয়া।
সেই বিশ্বমূর্ত্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মীসরস্বতীরূপে পূর্ণরূপ ধরে!

কথা।

তোমার সকল কথা বল নাই, পার নি বলিতে,
আপনারে খর্ব্ব করি' রেখেছিলে, তুমি হে লজ্জিতে,
যতদিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তারা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি'
তর্জ্জনী-ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে সাবধান
ব্যাকুল সঙ্কোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান!
আপনার অধিকার নীরবে নির্ম্মম নিজকরে
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলাভরে।
লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছ মহীয়সী,—
মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি
নতনেত্রে বল তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে! দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্ম্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখ তোমার অন্তিম অধিকার!

নব পরিণয়।

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে'
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ মন্দিরে

নিঃশব্দচরণপাতে! ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নবরূপখানি
লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয়কৃপা হ'তে।
স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে
নির্ব্বাক্ দাঁড়ালে আসি! মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া,—
আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব,
জ্বলে নাই দীপমালা, আজিকার আনন্দ গৌরব
প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রু-নিমগন।
আজিকার এই বার্ত্তা জানে নি শোনে নি কোনোজন।
আমার অন্তর শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ একখানি,—
আমার সঙ্গীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী!

পূর্ণতা।

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
মুহূর্ত্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।

উঠেছ আমার শোকযজ্ঞহুতাশনে
নবীন নির্ম্মলমূর্ত্তি,—আজি তুমি সতি
ধরিয়াছ অনিন্দিত সতীত্বের জ্যোতি,—
নাহি তাহে শোকদাহ, নাহি মলিনিমা,—
ক্লান্তিহীন কল্যাণের বহিয়া মহিমা
নিঃশেষে মিশিয়া গেছ মোর চিত্তসনে।
তাই আজি অনুভব করি সর্ব্বমনে—
মোর পুরুষের প্রাণ গিয়েছে বিস্তারি’
নিত্য তাহে মিলি গিয়া মৃত্যুহীন নারী!

সার্থকতা।

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।
চিরবিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়েছ মোর হিয়া,
এঁকে গেছ সব ভাবনায়
সূর্য্যাস্তের বরণচাতুরী।
জীবনের দিক্‌চক্রসীমা
লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা,

অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
মরণেরে করেছ মঙ্গল।
জীবনের পরপার হতে
প্রতিক্ষণে মর্ত্ত্যের আলোতে
পাঠাইছ তব চিত্তখানি
মৌনপ্রেমে সজল-কোমল।
মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধঘরে
বসে আছ বাতায়ন'পরে,
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি
চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল।
তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
মরণেরে করেছ মঙ্গল।

তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।

প্রাণ তব করি অনাবৃত
মৃত্যুমাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়
নিজহাতে করিয়াছ, প্রিয়া!
খুলিয়া দিয়াছ দ্বারখানি,
যবনিকা লইয়াছ টানি',
জন্মমরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।
তুমি মোর জীবন-মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া!

সঞ্চয়।

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি
স্মৃতির খেলেনা ক'টি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি' রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্রতারা

তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই ক'টি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে' লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,—বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে!
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে?
জগতের কারো নয়, তবু তারা আছে!
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ?

রচনা।

এ সংসারে একদিন নববধূবেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে,
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত
সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ?
শুধু এক মুহূর্ত্তের এ নহে ঘটনা
অনাদিকালের এই আছিল মন্ত্রণা।
দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে
বহুযুগ আসিয়াছি এই আশা বহে'।

নিয়ে গেছ কতখানি মোর প্রাণ হতে,
দিয়ে গেছ কতখানি এ জীবনস্রোতে!
কত দিনে কত রাত্রে কত লজ্জাভয়ে
কত ক্ষতিলাভে কত জয়ে পরাজয়ে
রচিতেছিলাম যাহা মোরা শ্রান্তিহারা
সাঙ্গ কে করিবে তাহা মোরা দোঁহে ছাড়া?

সন্ধান।

স্বল্প-আয়ু এ জীবনে যে কয়টি আনন্দিত দিন—
কম্পিত পুলকভরে, সঙ্গীতের বেদনা-বিলীন—
লাভ করেছিলে, লক্ষ্মি, সে কি তুমি নষ্ট করি যাবে?
সে আজি কোথায় তুমি যত্ন করি রাখিছ কি ভাবে
তাই আমি খুঁজিতেছি! সূর্য্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে,—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী!
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্ম্মর রাগিণী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার।
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার

কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা!
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা—
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছ কাছে!

অশোক।

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি'
কে জানিত তব শোক সেই মত করি
আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার!
মোর অশ্রুবিন্দুগুলি কুড়ায়ে আদরে
গাঁথিয়া সীমন্তে পরি' ব্যর্থশোক পরে
নীরবে হানিছ তব কৌতুকের হাসি।
ক্রমে সবা হতে যত দূরে গেলে ভাসি'
তত মোর কাছে এলে! জানি না কি করে'
সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে!
মৃত্যুমাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,

আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক—
এই কথা মনে জানি' নাই মোর শোক।

জীবনলক্ষ্মী।

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণি
আমার জীবন আজি সাজাও তেমনি
নির্ম্মল সুন্দর-করে। ফেলি' দাও বাছি'
যেথা আছে যত ক্ষুদ্র তৃণকুটাগাছি—
অনেক আলস্যক্লান্ত দিনরজনীর
উপেক্ষিত ছিন্নখণ্ড যত। আন নীর,
সকল কলঙ্ক আজি কর গো মার্জ্জনা
বাহিরে ফেলিয়া দাও যত আবর্জ্জনা।
যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃতমন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি' ধীরে,—
মঙ্গলকনকঘটে পুণ্যতীর্থ জল
সযত্নে ভরিয়া রাখ, পূজাশতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আন। সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

বসন্ত।

পাগল বসন্তদিন কতবার অতিথির বেশে
তোমার আমার দ্বারে বীণাহাতে এসেছিল হেসে
লয়ে তার কত গীত কত মন্ত্র মন ভুলাবার,
যাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজনভার!—
কুহুতানে হেঁকে গেছে "খোলো ওগো খোলো দ্বার খোলো!
কাজকর্ম্ম ভোলো আজি, ভোলো বিশ্ব, আপনারে ভোলো!"
এসে এসে কতদিন চলে গেছে দ্বারে দিয়ে নাড়া,—
আমি ছিনু কোন্ কাজে, তুমি তারে দাও নাই সাড়া!
আজ তুমি চলে গেছ, সে এল দক্ষিণ বায়ু বাহি',
আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি!
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্ম্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি!

উৎসব।

এস বসন্ত এস আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এস!
ফুল তোলা নাই, ভাঙা আয়োজন,
নিবে গেছে দীপ, শূন্য আসন,
আমার ঘরের শ্রীহীন মলিন
দীনতা দেখিয়া হেসো,
তবু বসন্ত তবু আজ তুমি
আমারো দুয়ারে এসো!

আজিকে আমার সব বাতায়ন
রয়েছে—রয়েছে খোলা।
বাধাহীন দিন পড়ে আছে আজ,
নাই কোনো আশা, নাই কোন কাজ,
আপনা-আপনি দক্ষিণ বায়ে
দুলিছে চিত্তদোলা।
শূন্যঘরের সব বাতায়ন
আজিকে রয়েছে খোলা!

কত দিবসের হাসি ও কান্না
হেথা হয়ে গেছে সারা।

ছাড়া পাক্ তারা তোমার আকাশে,
নিশ্বাস পাক্ তোমার বাতাসে,
নব নব রূপে লভুক জন্ম
বকুলে চাঁপায় তা'রা,
গত দিবসের হাসি ও কান্না
যত হয়ে গেছে সারা।

আমার বক্ষে বেদনার মাঝে
কর তব উৎসব!
আন তব হাসি, আন তব বাঁশী,
ফুলপল্লব আন রাশিরাশি,
ফিরিয়া ফিরিয়া গান গেয়ে যাক্
যত পাখী আছে সব,
বেদনা আমার ধ্বনিত করিয়া
কর তব উৎসব।

সেই কলরবে অন্তরমাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া!
দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল
তোমরা করিবে যবে কোলাহল,

হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে
বারে বারে দিবে নাড়া—
সেই কলরবে অন্তরমাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া!

প্রেম।

বহুরে যা এক করে; বিচিত্রেরে করে যা সরস,—
প্রভুত্বেরে করি' আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জ্জনীর বশ;
বিবিধপ্রয়াসক্ষুব্ধ দিবসেরে লয়ে আসে ধীরে
সুপ্তিসুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময় সন্ধ্যার তিমিরে
ধ্রুবতারাদীপদীপ্ত সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে;
বহুবাক্যব্যাকুলতা ডুবায় যা একখানি গানে
বেদনার সুধারসে,—সেই প্রেম হ'তে মোরে প্রিয়া
রেখো না বঞ্চিত করি;—প্রতিদিন থাকিয়ো জাগিয়া
আমার দিনান্তমাঝে! কঙ্কণের কনককিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন;
তোমার চরণপাত মোর শুব্ধ সায়াহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দে পড়িবে ধরা আরক্তিম অলক্ত-আভাসে।

এ জীবন নিয়ে যাবে অনিমেষ নয়নের টানে
তোমার আপন কক্ষে পরিপূর্ণ মরণের পানে।

দ্বৈতরহস্য।

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি;
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব্বচরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,—
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণগন্ধগীত করিছে রচনা,
হে রমণি ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি' দিলে সেই রহস্য আভাসে!

সন্ধ্যাদীপ ।

জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জ্বালো ।
হৃদয়ের একপ্রান্তে ওইটুকু আলো
স্বহস্তে জাগায়ে রাখ ! তাহারি পশ্চাতে
আপনি বসিয়া থাক আসন্ন এ রাতে
যতনে বাঁধিয়া বেণী আজি রক্তাম্বরে
আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তরে
জীবনের জাল হতে। বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্ম্মকীর্ত্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হযে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি ; নানা দিক্ হ'তে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির ।

গোধূলি ।

গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা
কর্ম্মক্লান্ত সংসারের যত ক্ষত যত মলিনতা,

ভগ্ন-ভবনের দৈন্য, ছিন্ন-বসনের লজ্জা যত—
তব লাগি স্তব্ধ শোক স্নিগ্ধ দুই হাতে সেইমত
প্রসারিত করে' দিক্ অবারিত উদার তিমির
আমার এ জীবনের বহু ক্ষুব্ধ দিনযামিনীর
স্খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্ন-দীর্ণ জীর্ণতার' পরে,—
সব ভালমন্দ নিয়ে মোর প্রাণ দিক্ এক করে'
বিষাদের একখানি স্বর্ণময় বিশাল বেষ্টনে।
আজ কোনো আকাঙ্ক্ষার কোনো ক্ষোভ নাহি থাক্ মনে,
অতীত অতৃপ্তিপানে যেন নাহি চাই ফিরে ফিরে—
যাহা কিছু গেছে যাক্, আমি চলে যাই ধীরে ধীরে
তোমার মিলনদীপ অকম্পিত যেথায় বিরাজে
ত্রিভুবনদেবতার ক্লান্তিহীন আনন্দের মাঝে!

জাগরণ।

জাগরে জাগরে চিত্ত জাগরে!
জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে!
কূল তার নাহি জানে,
বাঁধ আর নাহি মানে,
তাহারি গর্জ্জনগানে জাগরে!
তরী তোর নাচে অশ্রুসাগরে!

আজি এ উষার পুণ্য-লগনে
উঠেছে নবীন সূর্য্য গগনে।
দিশাহারা বাতাসেই
বাজে মহামন্ত্র সেই
অজানা যাত্রার এই লগনে
দিক্ হতে দিগন্তের গগনে।

জানি না উদার শুভ্র আকাশে
কি জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।
জানি না কিসের লাগি
অতল উঠেছে জাগি
বাহু তোলে কারে মাগি' আকাশে,
পাগল কাহাব দীপ্ত আভাসে!

শূন্য মরুময় সিন্ধু-বেলাতে
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র-খেলাতে।
হেথায় জাগ্রত দিন
বিহঙ্গের গীতহীন,
শূন্য এ বালুকা-লীন বেলাতে,
এই ফেন-তরঙ্গের খেলাতে।

দুলে রে, দুলে রে, অশ্রু দুলে রে
আঘাত করিয়া বক্ষ-কূলে রে।
সম্মুখে অনন্ত লোক,
যেতে হবে যেথা হোক্,
অকূল আকুল শোক দুলে রে
ধায় কোন্ দূর স্বর্ণ-কূলে রে!

আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী!
অশান্ত পালের 'পরে
বায়ু লাগে হাহা করে',
দূরে তোর থাক্ পড়ে ধরণী!
আর না বাঁধিস্ রুদ্ধ তরণী!

পূজা।

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া রব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি' আলো।
তুমি ত ভাল বেসেছ আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।

আমার লাগি তোমারে আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি আমি
এখন হ'তে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুল-রাজিতে
রাখিব দিনযামি'।

তোমার বাহু কত না দিন শ্রান্তিদুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি'।
আজিকে তারে সকল তার কর্ম্ম হ'তে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি'।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
স'পিয়া মনপ্রাণ,
এখন হ'তে আমার পূজা লহ গো আঁখিসলিলে,
আমার স্তবগান।

সম্ভোগ।

ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড় সুখে ভরা।
মিলি নিখিলের স্রোতে
জেনেছিলে খুসি হতে,

হৃদয়টি ছিল তাই হৃদি প্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই, শ্যাম ধরা।

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক,
সে চেয়ে-দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া।

তোমার সে ভাললাগা মোর চোখে আঁকি',
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি'।
আজি আমি একা-একা
দেখি দুজনের দেখা,
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি'
আমার তারায় তব মুগ্ধদৃষ্টি আঁকি'।

এই যে শীতের আলো শিহরিছে বনে,
শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে —
তোমার আমার মন
খেলিতেছে সারাক্ষণ

এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে,
এই শীত-মধ্যাহ্নের মর্ম্মরিত বনে।

আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ!
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজ মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।

সম্পূর্ণ।

BENGAL LIBRARY
FEB 1904

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অত চুপি চুপি কেন কথা কও ৪৭

অমল কমল সহজে জলের কোলে ... ৭৮

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর ৮২

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে ১২৫

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়ে রব দুয়ারে ... ১৯০

আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুল ভ্রান্তি সব গেছে চুকে ২০

আজি প্রভাতে ও শান্ত নয়নে ৭

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে ১২৭

আজি বর্ষশেষ দিনে, গুরু মহাশয় ১৬

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে ... ৮৭

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয় ৭৭

আপনার মাঝে আমি করি অনুভব ... ১৭৪

আমার এ ঘরে আপনার করে ৬৬

আমার এ মানসের কানন কাঙাল ... ১১৮

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই ... ১৬৮

আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে ... ৪১

আমি যে তোমায় জানি, সেত কেউ ... ১৫৮

আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি ... ৮৯

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়	...	৯০
এ কথা মানিব আমি এক হতে দুই	..	১১৯
এ কথা স্মরণে রাখা কেনগো কঠিন	...	১১০
একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়	...	১১৩
এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন ...	...	১৪৫
এ সংসারে একদিন নব বধূবেশে ...	..	১৭৮
এস বসন্ত এস আজ তুমি ...	...	১৮৩
ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে	...	৩২
ওহে অন্তরতম	...	১৪২
কত না তুষারপুঞ্জ আছে সুপ্ত হয়ে	...	১০৭
কত রাত গিয়েছিল হায়, বয়েছিল বসন্তের বায়	...	১১
কারে দূর নাহি কর! যত করে দান	..	৯৯
কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে	...	৯৩
কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে	...	১০০
কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা ...	...	৭৩
কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব-হৃদয়ে	...	১২
কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে ল'য়ে	...	৫৩
কোথা হতে আসিয়াছি নাহি পড়ে মনে	...	১০১
ক্রমে ম্লান হয়ে আসে নয়নের জ্যোতি	...	৫৫
গোধূলি নিঃশব্দে আসি আপন অঞ্চলে ঢাকে যথা	...	১৮৭

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে ১৬৯
ঘাটে বসে আছি আনমনা ৮৫
চির কাল একি লীলা গো— ৩
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে... ... ১৫৬
জননী জননী বলে ডাকি তোরে ত্রাসে ... ১৬
জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে ... ১৫
জয় হোক্ মহারাণী ! রাজরাজেশ্বরী ... ১৩৩
জাগরে জাগরে চিত্ত জাগরে ১৮৮
জীবনে আমার যত আনন্দ ৭২
জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে ... ৫৭
জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জ্বালো ... ১৮৭
তখন করিনি নাথ কোন আয়োজন ... ৯৮
তখন নিশীথ রাত্রি, গেলে ঘর হতে ... ১৬৭
তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে ... ১০৫
তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে ... ১১৪
তুমি তবে এস নাথ, বস শুভক্ষণে··· ... ৯৪
তুমি মোর জীবনের মাঝে ১৭৫
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে ৮০
তোমার ইঙ্গিত খানি দেখিনি যখন ... ১০৪
তোমার পতাকা যারে দাও, তারে... ... ৮৩

তোমার ভুবন মাঝে ফিরি মুগ্ধসম... ... ৯৬
তোমার সকল কথা বল নাই, পারনি বলিতে ... ১৭৩
তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে ৬৮
তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয় ... ১১১
দুর্দ্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে ১১৬
দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি অতি দীর্ঘকাল... ১১৭
দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি ১৭৭
দেবি ! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে ... ১২৯
দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার ... ৯১
দোলেবে প্রলয় দোলে ২৫
নব নব প্রবাসেতে নবনব লোকে··· ... ৫৬
নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ... ৯৪
না বুঝেও আমি বুঝিছি তোমারে··· ৭৪
নির্জ্জন শয়ন মাঝে কালি রাত্রি বেলা ... ৯৭
নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ৬৭
পথে যত দিন ছিনু, তত দিন ১৬১
পরাণ কহিছে ধীরে হে মৃত্যু মধুর··· ... ১৭
পাগল বসন্ত দিন কতবার অতিথির বেশে .. ১৮২
পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত ৫
প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী ... ৬৫

প্রতিদিন তব গাথা ৬৩
প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি ... ১০২
প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার ... ৫৯
বহুরে যা এক করে ; বিচিত্রেরে করে যা সরস ... ১৮৫
ভক্ত কবিছে প্রভুর চরণে ৮১
ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্যামধরা ... ১৯১
মধ্যাহ্ন নগর মাঝে পথ হতে পথে ... ৮৬
মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম নিগড়ে ... ৩১
মর্ত্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু .. ১০৮
মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে ... ১০১
মাঝে মাঝে কত বার ভাবি কর্ম্মহীন ... ৮৮
মাতৃস্নেহ বিগলিত স্তন্য-ক্ষীররস ... ১১০
মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমাসনে ... ১৭১
মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর ! আজি তার তরে ... ৫৮
মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে' ... ১৭৩
মোর আছে অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয় ... ১৩৯
যতকাল কাছে ছিলে বল কি উপায়ে ... ১৭০
যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার ৭০
যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্‌ ... ৭৫
যেন তার আঁখি দুটি নব নীল ভাসে ... ১৯

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে ... ১০৯
যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী ... ১৮৬
রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জাগি ... ৯২
বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি' ... ১৮০
বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ... ৯৫
সংসার যবে মন কেড়ে লয় ... ৭১
সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণি ... ১৮১
সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে ... ১২০
সকল গর্ব্ব দূর করি দিব ... ৭৯
সবাই যাহারে ভালবেসেছিল ... ৬
সেইত প্রেমের গর্ব্ব, ভক্তির গৌরব ... ১০৬
সে ছিল আরেক দিন এই তরী পরে ... ১৮
সে ত সে দিনের কথা বাক্যহীন যবে ... ৫৫
সে যখন বেঁচেছিল গো, তখন ... ৮
স্বল্প আয়ু এ জীবনে যে কয়টি আনন্দিত দিন— ... ১৭৯
হায়, কোথা যাবে ... ৯
হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত ... ১১২
হে দূর হইতে দূর, হে নিকটতম ... ১১৫
হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন ... ১৪৩
হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর ... ১৭২